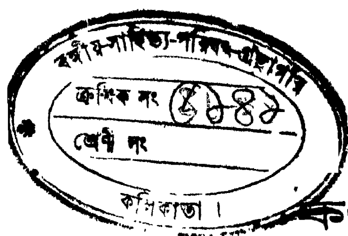
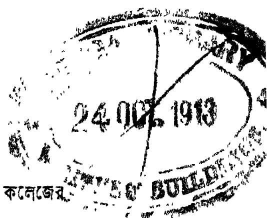


কণা।



শ্রীমতী শৈলজা দেবী-
প্রণীত।





(কলিকাতা সিটি কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের
ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন, এম এ

কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ।)

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী,

পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২০ সন।

মূল্য এক টাকা।



ঢাকা,

আশুতোষ-প্রেসে

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।



ভূমিকা।

কবি ও কাব্য—এ দু'য়ের মত দুর্ব্বোধ জিনিষ জগতে আর আছে কি না, সন্দেহ; কবিকে বুঝিতে হইলে কাব্যের মধ্যে তাঁহার হৃদয় ও মনের যে প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অন্য উপায় প্রশস্ত নহে; আর কাব্য বুঝিতে হইলে কবি যে ভাবে বিভোর হইয়া কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই টুকু আপনার করিয়া লইতে হইবে। কবির স্বরলহরী, কবির তান-লয়, এমন কি, কবির অধরের হাসির খেলা, কবির চক্ষের অশ্রুবিন্দুটুকুও আয়ত্ত করিতে না পারিলে কেহ কবিকণ্ঠের সঙ্গীতের সারমর্ম্মগ্রহণে যথার্থরূপে অধিকারী হয় না। কবির শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সকলের সহিত ঐকান্তিক সহানুভূতি না থাকিলে, কাব্য যতই সরস হউক না কেন, তাহাতে পাঠকের হৃদয় দ্রব হয় না; কবির মূর্চ্ছনার সঙ্গে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী সুরের সমতা রাখিতে পারে না।

কণার কবি খাঁটি হিন্দু ঘরের কন্যা ও হিন্দু ঘরের বধূ। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা, হিন্দু গৃহস্থের কন্যা ও বধূর সচরাচর যে পরিমাণ শিক্ষা হইয়া থাকে, তার বেশী নয়। তবে, গৃহকোণে নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে ও মাতাপিতার উৎসাহে বিদ্যানুশীলনের অভাব হয়

নাই। ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক, অষ্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক বিবরণ, বা ইউরোপের ধর্ম্ম ও সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস আয়ত্ত করিবার সুযোগ না হইলেও, তিনি সদ্গ্রন্থপাঠ ও স্বচক্ষে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা নিরীক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই সুযোগের ফলই—"কণা"। কবিত্ব কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করে না; কবিতার প্রাণ কল্পনা। কল্পনা-প্রবণতা স্ত্রীহৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, এক অর্থে স্ত্রীলোকমাত্রই কবি। আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি রণরঙ্গিনী নীতি সকল এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুরমণীগণের গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ও মাধুর্য্যের মূলে কুঠার-পাত করিতে সমর্থ হয় নাই; তাই বিদেশিনী রমণীগণ অপেক্ষা হিন্দু রমণীগণের স্বাভাবিক কবিত্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কেবল যথেষ্ট উৎসাহের ও অনুকূল শিক্ষার অভাবে তাহা ফুটিতে পারিতেছে না। শিক্ষা বলিয়া আমরা তাহাদিগকে যাহা দিতেছি, তাহাতে আর যাহা হউক, সরলতা ও কোমলতা, এবং জাতীয় আদর্শের অনুকূল ভাবরাজির পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে না। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, ইহাদের কোনটি যে অধিক অপকারী, তাহা বলা কঠিন। সৌভাগ্য-ক্রমে কণার কবি এই উভয়বিধ বিড়ম্বনার হস্ত হইতে মুক্ত আছেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি, সেটুকু খাঁটি জিনিষ; তাহা চিরপরিচিত, চিরসুন্দর ও চিরোজ্জ্বল মাধুর্য্যে মণ্ডিত। তাহাতে বিদেশীয় ভাবের বিকট গন্ধ নাই। কৃত্রিম অভাব, কল্পিত দুঃখ, গার্হস্থ্যজীবনে বিতৃষ্ণা, কথায় ও কার্য্যে ভগবানে অবিশ্বাস প্রভৃতি কণার কবিতা কলঙ্কিত করে নাই।

"কণার কবি সরলপ্রাণে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কে তুমি আড়ালে বসি,
প্রীতি-প্রেম-দয়া-স্নেহে,
গড়িছ—ধরার বুকে,
অতুল সোণার—গেহে ?

*　　　*　　　*

কে তুমি প্রেমের দেব—
নীরবে আড়ালে থাকি,
তোমার স্নেহের কোলে
ধরারে রেখেছ ঢাকি ?

শ্রীভগবান যে অদৃশ্য হস্তে প্রীতি, প্রেম, দয়া ও স্নেহ দ্বারা এই সোণার সংসার গঠন করিয়াছেন, তিনি যে এই ধরাকে চিরদিন আপনার "স্নেহের কোলে" আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই নিরীশ্বর সভ্যতার যুগে আমরা সকলে ভুলিতে বসিয়াছি ! আমরা কয় জনে বলিতে পারি—

"চাই না—স্বর্গের সুখ
অতুলিত ধন,
শান্তিময় গৃহ মম
নন্দন-কানন !"

তাই বলিতেছিলাম, কবিকে বুঝিতে হইলে কবির হৃদয়ের সহিত পাঠকের হৃদয়ের সহানুভূতি আবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এবং এই বিশ্বাস যে অভিজ্ঞতামূলক, তাহা বলা বাহুল্য—এখনও বাঙ্গালী হিন্দুপরিবারের কুললক্ষ্মীগণের মধ্যে এই ভাবের অভাব হয় নাই। "কণার" কবির আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, ঈশ্বরে নির্ভর, উজ্জ্বল প্রীতিপ্রফুল্ল ভাব, দুঃখীর জন্য প্রবল সহানুভূতি এবং

মৃত্যুভয়শূন্যতা বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহে গৃহে বিরাজমানা ললনা-মণ্ডলীর স্বাভাবিক ধর্ম্মমাত্র। শিক্ষা, উৎসাহ ও অনুকূল অবস্থার অভাবে সর্ব্বত্র এই ভাববল্লী মুকুলিত হয় না। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের মধ্যে এক জন হৃদয়বদ্ধ ভাবরাজিকে ভাষায় অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হন, তখন সকলে যেন বুঝিতে পারে, যে, তাহারা সকলেই সেই কথাগুলি বলিবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু কেমন করিয়া যেন কণ্ঠের গোমুখীরন্ধ্র তুষারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, হৃদয়কন্দরের ভাবসুরধুনী সে তুষার ভেদ করিয়া তাহার পুণ্যগাথা বিশ্ববাসীর শ্রবণগোচর করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই হিন্দুকুলললনাগণের নিকট মানকুমারীর কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও ঐ শ্রেণীর আর দুই একখানা গ্রন্থের এত আদর।

উপরে বলিয়াছি, "কণা"র কয়েকটি ভাব হিন্দুললনার—বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুললনার—নিজস্ব; ইহার তুলনা বিদেশীয় সমাজে বিরল। উদাহরণ-স্বরূপ পাঠককে "প্রার্থনা", "বিধবা", "আমার কুটীর", "আশীর্ব্বাদ", "নীরব প্রেম", "নববধূ" ও "সূর্য্যমুখী"-শীর্ষক কবিতাগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "সন্ধ্যা" কবিতাটিতে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ভাবের সমাবেশ পরি-লক্ষিত হইবে; এই স্থলে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হইল :—

"কবি গায় হরষে আকুল
এ ধরণী স্বরগ-ভবন,—
কত সুখে হাসে হেথা ফুল,
শোভা ঝরে ভুবন-মোহন!

হাসে চাঁদ হাসে তারাকুল,
বহে মধু মধু-সমীরণ,

ছুটে নদী ; এ তাহারি ভুল—
যে বলিছে সংসার-ভীষণ !

গৃহী কহে, সংসার সুন্দর—
মাতা যাহে বিরাজিতা দেবী !
পিতৃ-স্নেহ অমৃত মধুর—
কি আনন্দ এ দোঁহারে সেবি' !

ভ্রাতা যেথা লক্ষ্মণ সুমতি,
ভগ্নী সদা কল্যাণ-কামিনী,
পুত্রকন্যা প্রফুল্ল-মূরতি,
সুধামুখী জীবন-সঙ্গিনী !

ভক্ত গাহে বেলা অবসান,
সাথে লও পথের সম্বল,
ভেসে যাক্ জীব-তরী-খান
পরমেশ স্মরণে—নির্ম্মল !"

মৃত্যুকে হিন্দুরমণী কিরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা বিদেশীয়গণ বুঝিতে পারে না। তাই 'সতীর' আত্মত্যাগ,

"আমি চির দাসী তার
চির দিন জীবনে-মরণে,
জীবনে মিলিয়াছিনু
সাথী—আজ হইব মরণে !"

—সতীর মনের এই গভীর ও উচ্চভাব তাহারা এবং তাহাদের আদর্শে শিক্ষিত অনেক দেশীয় লোকও অস্বাভাবিক বলিয়া ভাবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমরা জানি, ইহাই হিন্দুললনার প্রাণের সরল স্বাভাবিক ভাব! ইহাকে কুসংস্কার

বলিতে হয় বল, উদারনীতিমূলক শিক্ষার অভাব বলিতে হয় বল, এই ভাবকে যে পুরুষ প্রশংসা করে, তাহাকে স্বার্থপর বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহার স্বাভাবিকতায় অবিশ্বাস করিও না, ইহা অসত্য বা কবিকল্পিত বলিয়া মনে করিও না।

"দুজনে মরিব এক সাথে
ধূলা-খেলা হবে অবসান,
যতনে বাহিয়া তরী মোরা
মৃত্যুপথে হ'ব আগুয়ান !

'মৃত্যু'—সে ত কর্ম্মের বিরাম
আনন্দের—বিশ্রামের কাল !
মরণেরে করিয়া শরণ
লভি যেন জীবন বিশাল !"

"কণার" কবির এই কথা প্রত্যেক হিন্দুপরিবারের সরলপ্রাণা ললনার হৃদয়ের কথা, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

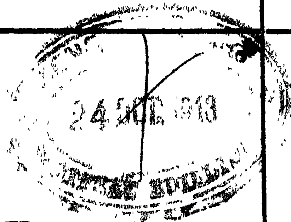
"ভুল" এই কবিতাটিতে পাঠক—শ্রীমতী মানকুমারীর একটি বিখ্যাত কবিতার, এবং "পথহারা" কবিতাটিতে শ্রীমতী কামিনী রায়ের একটি কবিতার ছায়া দেখিতে পাইবেন। ইহা ইচ্ছাকৃত অনুকরণ বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই। উভয় কবিতার ভাবই সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বজনীন বলিয়াই উহা এত মধুর। এই কথা আরও দুই একটি কবিতা-সম্বন্ধে খাটে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ভূমিকা আর দীর্ঘ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে এরূপ মনে করি না। আশা করি, এই পুস্তকখানা বাঙ্গালী ললনামণ্ডলীর আদরের সামগ্রী হইবে। ইতি

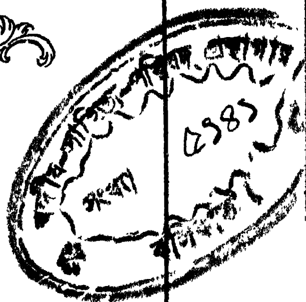
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত।

সূচীপত্র।

কবিতা	পৃষ্ঠা







কে তুমি ?

কে তুমি আড়ালে বসি
    প্রীতি-প্রেম-দয়া-স্নেহে,
গড়িছ ধরার বুকে
    অতুল সোণার গেহে ?

তোমারি করুণা-ধারা
    জননীর বুকে রাজে ;
তোমারি মধুর হাসি
    সুকুমার মুখে সাজে !

কণা

তোমারি কোমল ছবি
    শিশুর সরল প্রাণ ;
তোমারি পবিত্র প্রেম
    ভাই বোনে দে'ছ দান !

প্রভাতে তোমারি ঊষা
    মোহন কিরণ ধারে,
নিদ্রিতা প্রকৃতি-বক্ষে
    ঢালে প্রীতি ভারে ভারে !

তোমার তরুণ রবি
    সোণার কিরণ মাখি,
সুষুপ্তা প্রকৃতি মা'রে
    হরষে জাগায় ডাকি !

পুলকে কুসুমবালা
    সমস্ত হৃদয় ঢালি
পূত পরিমলরাশি
    তব পদে দেয় ডালি !



কণা

বিহঙ্গ অমিয়কণ্ঠে
গাহে তব জয় গান,
তটিনী তোমারি পায়ে
সারা প্রাণ করে দান !

কে তুমি প্রেমের দেব
নীরবে আড়ালে থাকি,
তোমার স্নেহের কোলে
ধরারে রেখেছ ঢাকি ?






প্রকাশ।

আমি ত বুঝিনি কবে তুমি প্রিয়!
এসেছ হৃদয় মাঝে.
আমি শুধু দূরে মরিয়াছি খুঁজি
প্রভাতে দুপুরে সাঁঝে!
শারদ প্রভাতে শেফালির বাসে
চাঁদের জ্যোৎস্নাধারে—
আগমনী গানে, সাহানার তানে,
পূজার অরঘ ভারে!

আমি ত জানি না কবে মধু মাসে
প্রথম স্বপনসম,
হৃদয় ভরিয়া উঠেছ ফুটিয়া
নিরমল নিরুপম!
কবে কোকিলের প্রথম ঝঙ্কারে
পাপিয়ার মধুতানে—
জানি না কখন স্বরগ আশীষ
ছড়ায়ে দিয়াছ প্রাণে!

কণা

আমি দেখি নাই কবে তুমি প্রিয়!
বসন্তে বসি একেলা,
ভাঙ্গা প্রাণটুকু নিয়াছ কুড়ায়ে,—
তারে নিয়ে তব খেলা!
শুনি নাই কবে তোমার বীণায়
গাহিতেছ বসি গান,
মধুর ঝঙ্কারে অমিয় ধারায়
মাখিয়া দিতেছ প্রাণ!

এ যে মরুভূমি কঠিন নীরস
ফুটিতে চাহে না কলি,
ফোটে যদি কভু ঝরে পড়ে যায়,
হাসিটুকু যায় এলি;
আমি ত দেখিনি কখন সেথায়
ঢেলেছ অমিয়ধার,
রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে তুলেছ—
স্নিগ্ধ সুরভি তার!

আমি খুঁজে মরি গগনে—ভূতলে—
প্রভাতে দুপুরে—সাঁঝে,

কণা

ফুলের হাসিতে, মধু সমীরণে,
কোকিলের কুহু মাঝে ;
শারদ প্রভাতে, শেফালির বাসে ;
মধু মাসে মধু বায়,
তটিনীর প্রেমে, সহকার বুকে—
লতা যেথা শিহরায় !

স্বপনের মাঝে ঘুমের আড়ালে
বিজন পুরীর মাঝে,
এত দিন তুমি আছিলে লুকায়ে ;
খুঁজেছি প্রভাতে সাঁঝে।
দেখিনি ত আমি জানিনা হে প্রিয়,
চিনিনি তোমারে আগে,
করেছি সাধনা শত অর্ঘ্যভারে
চাহিয়াছি অনুরাগে !

স্বপনেও আমি ভাবিনি কখন
আমারে দিবে যে ধরা,
ভকতিবিহীন পূজায় আশয়
শূন্য কথায় ভরা !

কণা

আজি মোহ গেছে, চেয়ে দেখি একি
তোমার বিজলী হাস!
প্রাণটুকু মোর ছাইয়া ফেলেছে
হে প্রিয়! তব প্রকাশ!

না বুঝিতে আমি আসিয়াছ যদি
ফিরিয়া যেও না কভু;
ভগন-হৃদয়ে আসন পাতিয়া
বস চির তরে প্রভু!
শিহরিবে কলি, জাগিবে কুসুম,
তোমারি চরণ চুমি!
এস হে আমার শত জনমের
সাধনার ধন তুমি!



মা আমার।

সুরপুরী অমরার
মন্দাকিনী ধারা সম
কি আছে ধরার বুকে
নিরমল নিরুপম!

তারো চেয়ে নিরমল
ধরায় জননী-স্নেহ
দয়া-মায়া-প্রীতি-প্রেমে
গঠিত হৃদয়-দেহ!

ওই যে উষার কোলে
হাসে বসি রাঙ্গা রবি
ধরার আঁধার নাশি
সুপ্রশান্ত চারু ছবি!

ওর চেয়ে সুমহান্
কি আছে ধরার বুকে?
প্রেমময়ী পুণ্যময়ী
মা আমার হাসি মুখে!

কন্যা

দেবতাবাঞ্ছিত ওই
প্রফুল্ল কুসুমরাজি
হরিছে মানব-প্রাণ
সুমোহন বেশে সাজি !

তারো চেয়ে পৃথিবীতে
আছে কিছু সুমহান্—
প্রীতিময়ী জননীর
স্নেহবিগলিত প্রাণ !

করুণা-রূপিণী মাতা
যাঁহার করুণাবলে,
জন্ম লভি স্নেহগুণে
বেঁচে আছি ধরাতলে।

আপনার সুখ-দুঃখ
একেবারে দূরে ফেলি,
স্নেহের সন্তানে মাতা
ল'ন ধীরে বুকে তুলি !

কণা

জীবন-সংগ্রাম-পথে
মা আমার ধ্রুবতারা,
রক্ষিছে সতত মোরে
যাঁর শুভাশীষধারা !

চির স্নেহময়ী মার
প্রাণের আশীষরাশি,
বিদেশে বিপথে সদা
আঁধার কুহেলি নাশি,

বিমল আলোকদানে
দেখায় সরল পথ ;
তাঁহারি আশীষবলে
পূর্ণ হয় মনোরথ !

মায়ের প্রাণের শত
ব্যাকুল প্রার্থনা-বলে
কত বাধা—কত বিঘ্ন
পার হই অবহেলে !

পিচ্ছিল সঙ্কট-পথে
মায়ের পবিত্র মুখ,
সুপথে টানিয়া আনে
আশ্বাসেতে ভরে বুক।

জীবনের কালী রেখা
মুছাইয়া আঁখিজলে,
প্রীতিভরে আশীষিয়া
সযতনে লন কোলে!

চরণ-সরোজে যাঁর
করি শত অপরাধ,
মায়ের নীরব আঁখি
বর্ষে শত আশীর্ব্বাদ!

এ জগতে তুলা নাই
মা ছাড়া মায়ের আর,
তাই পূজি ভক্তি-ভরে
মা আমার, মা আমার!

জিজ্ঞাসা।

কোথা প্রভু তুমি ?
প্রভাতে উষার কোলে তরুণ রবিটী দোলে
ফুল চুমি চুমি !
বিশ্ব মুগ্ধ আত্মহারা বিহঙ্গ সুধার ধারা
ঢালে ফুল্ল মন !
তোমারি করুণাসম নিরমল নিরুপম
মৃদু সমীরণ।
তটিনী-তরঙ্গে ভাসি তোমারি করুণা রাশি
বিলায় ভুবনে,
প্রভাতের ফুলবনে উপবনে, তপোবনে
খুঁজি আনমনে।
কোথায় হে বিশ্বরাজ ! কোন্ ফুলহৃদি মাঝ
কোন্ গুপ্ত দেশে,
বুঝিতে পারি না আমি বিরাজ করিছ স্বামী
কি মহান্ বেশে !
সন্ধ্যার আরক্ত রবি ঢালে শত স্বর্ণছবি
অপূর্ব্ব সুন্দর,

কণা

তারাগুলি ঝিকি মিকি নীলাকাশে দেয় উঁকি
চারু মনোহর !
নব বধূটীর সম সে হাসি মধুরতম
সরল নির্ম্মল,
সন্ধ্যাপুষ্প হৃদি ঢালি তব পদে দেয় ডালি
মধু নিরমল !
চাঁদিমা মধুর হাসি সুস্নিগ্ধ জ্যোছনারাশি
ঢালে উপহার,
প্রফুল্লা প্রকৃতি রাণী নীলাম্বর বুকে টানি
চরণে তোমার ;
ঢালে প্রীতি উপহার— ফল, পুষ্প অর্ঘ্যভার
তটিনীর জল,
মৃদু মধু সমীরণ, পাখীর মধুর গান,
পুষ্প-পরিমল !
শ্রান্ত ক্লান্ত ছোট পাখী সুনীল আকাশে থাকি
সন্ধ্যারতি গায় ;
সমস্ত ধরণীখানি আরতি করিছে স্বামী
উপাস্য তোমায় !
অভাগাঃ দুর্ব্বলমতি দীন হীন ক্ষীণ অতি
পাই না তোমায় ;

কণা

সারা বিশ্ব খুঁজি আমি হে প্রভু ধরণীস্বামী!
রয়েছ কোথায়?
আমি কি পাবনা কভু একান্ত বঞ্চিত প্রভু!
চরণ তোমার?—
আশাকণা যাবে ভাসি শুধু রবে দুঃখ-রাশি
অশান্তি-পাথার?



ধনী ও ভিখারী।

সবল সুন্দর কায় ধনীর সন্তান
সন্ধ্যায় সেবিছে বায়ু অশ্বে বেগবান্!
ধনী বন্ধু এসে পথে কহে, দেখ ভাই,
গার্ডেন পার্টীর তরে "শ" পাঁচেক চাই!
হাসিয়া যুবক কহে ক্ষতি নাহি তায়,
এখনি আমার নাম লিখহ খাতায়।
আর কিছু দূরে যেতে শীর্ণ অনাহারী
কর জোড়ে তুচ্ছ ভিক্ষা মাগিল ভিখারী।
যুবক অধীর ক্রোধে, কহে ঘৃণা-ভরে—
আমারি নাহিক ধন ধন, ভিক্ষা দিব তোরে?
এখনি চলে যা দূরে, নইলে চাবুক
ঘুচাবে নিমিষে তোর ভিক্ষামাগা সুখ।
সভয়ে কাতর-মুখে ভিখারী পালায়,
ভগবান্ ডাকি কন্—তাড়ালে আমায়!






প্রার্থনা।

চাই না অতুল ধন ঐশ্বর্য্য বিভব
ধরণীর আধিপত্য দূরে থাক সব,
ঐশ্বর্য্যে কি সুখ, বৃথা কলহ বিবাদ
নাশে হৃদয়ের শান্তি বাড়ায় বিষাদ!

নিজ ক্ষুদ্র সংসারের একতা বন্ধন,
আত্মীয় স্বজনগণে নিঃস্বার্থ পালন
পারে না দুর্ব্বল নরে করিতে সাধন;
সে করিবে শত কোটী প্রজার পালন।

চাই না আমরা স্বর্গ নন্দনকানন.
চাই না সে পারিজাত অপূর্ব্ব শোভন,
আকাশকুসুমে সাধ করে মূঢ় জন;
ধরিতে মোহন চাঁদে পারে কি বামন?

চাই না অপূর্ব্ব কান্তি সুমোহন কায়
পলাশে কে ভালবাসে রূপের প্রভায়?
কালো বলি কোকিলে কে করে অনাদর?
চাই আমি অনাবিল স্বভাব সুন্দর!




কণা

উষার কুসুম সম পবিত্র নির্ম্মল,
তরুণ অরুণ সম স্বর্গীয় সরল,
জাহ্নবী সলিল সম পূত গরীয়ান্,
পূর্ণচন্দ্র সম স্বচ্ছ মহান্ পরাণ !

পবিত্র সরল হৃদি পারিজাত ফুল,
তরুণ কিরণ সম শোভন অতুল,—
বিধাতার শুভাশীষ লইয়া মাথায়
প্রসাদী কুসুম সম নির্ম্মল উষায় !

যে দিন প্রবাসী নব ধরা বক্ষ'পরি
বৃন্তচ্যুত ফুল সম পড়েছিনু ঝরি,
হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা না ছিল পরাণে
আপনি মগন ছিনু আপনার ধ্যানে !

আবার প্রবাস অন্তে ফিরিব যে দিন
থাকি যেন শান্তিপূর্ণ পাপতাপহীন !
থাকি যেন পূত যথা জাহ্নবী-কারণ,
থাকি যেন পুষ্পসম নির্ম্মল-জীবন !



দেবতা।

নির্জ্জন নিথর বনে প্রকৃতির কোলে,
নীলিম তটিনী-জলে সমুদ্র-হিল্লোলে ;
ভূধর দুরধিগম্য গহ্বর ভীষণ,
খুঁজিয়া অধীর আমি পাইনি সন্ধান ;
কোথায় দেবতা তুমি কি মহান্ বেশে,
বিরাজ করিছ কোন অজানিত দেশে !

প্রতিদিন ঊষারাণী প্রভাতে যখন,
মাখায় ধরণী-বক্ষে আনন্দ-কিরণ ;
সে কিরণে হাসে বিশ্ব লতা পাতা ফুল,
তটিনীর নীলজল ; সমীর আকুল
আনমনে বহি আনে স্নিগ্ধ পরিমল,
পারিজাত-বাস সম পবিত্র নির্ম্মল !

যখন সোণার রবি অস্তাচলগামী,
পশ্চিম গগনতটে ধীরে আসে নামি ;
সন্ধ্যার মোহন গলে হীরকের হার,
তারাগুলি ধরাবক্ষে ঢালে প্রীতিধার !
পতির বিরহ-দুঃখে ব্যথিত কমল,
ম্লান আঁখি, নতমুখ সুন্দর সরল !

করুণা

উষা সন্ধ্যা বালা যেন দেবতার হাসি,
চুরি করি বিশ্ব-মাঝে ঢালে প্রীতিরাশি ;
আনন্দে বিহ্বল ভাবি,—দেবতা আমার
বুঝি বিরাজেন হেথা ; প্রীতি অর্ঘ্যভার
প্রকৃতি আনন্দে তাই ঢালিছেন পায়,
রবির কিরণে আর কৌমুদী-শোভায় !

কিন্তু যবে নাহি পাই তথায় সন্ধান,
হৃদয়ে গাহিয়া উঠে "অবোধ অজ্ঞান,
মোর মাঝে খুঁজে দেখ ; জীবন তোমার,
কে গঠিল শোভাময় ? করুণায় কার
জীবন-মরুভূ মাঝে আনন্দ-তটিনী,
প্রাণে ঢালে শান্তি সুধা —স্বরগ-কাহিনী ?"

সুপ্তি-ভঙ্গে জ্ঞান-চক্ষু উঠিল উজ্জ্বলি.
বৃথায় মরেছি ঘুরি "কোথা তুমি" বলি !
হৃদয়ের সিংহাসনে নীরব বিজনে,
তুমি ত জাগিছ প্রভু উজ্জ্বল কিরণে !
আশীষ সন্তানে আজ, দেবতা তোমায়,
আকুল বিক্ষিপ্ত চিত যেন না হারায় !

বিধবা।

কুন্দকলি সম শুভ্র নির্ম্মল সরল
প্রাণভরা প্রীতিমধু স্বর্গ-পরিমল।
বসন্তের শুষ্কমালা
ধরণীর দেববালা
মুগ্ধ-প্রাণে কি সৌন্দর্য্য বিলাও ভুবনে,
প্রকৃতি অরঘ ঢালে, ও পূত চরণে!

সহিষ্ণু ধরণী সম অবিকার প্রাণ,
শোকাগুনে পুড়ি হৃদি শত বলীয়ান,
সংসারের শোক দুঃখ
সহিতেছে পাতি বুক,
হাসিমুখে নব শক্তি বিলাও ধরায়,
মুছাও নয়ন তার, যে কাঁদে ব্যথায়!

ভূষণ-বিহীন শুভ্র দেহখানি তব,
পবিত্র অনল সম স্বর্গীয় বিভব!
মাটীর খেলনা-গুলি
একে একে দূরে খুলি,

কণা

স্বর্গীয় ভূষণ সতী করেছ ধারণ,
কি মহা সাধনে মগ্ন নির্ম্মল জীবন !

বাসনার ভীম চিতা নয়নের জলে,
নিভায়ে লভেছ শান্তি হৃদয়ের বলে ;
আত্মসুখ বিসর্জ্জিয়া,
ত্যাগী মুক্ত শুদ্ধ হিয়া,
পরের কারণে সদা খুঁজিছ কল্যাণ ;
ধরণীর বুকে তুমি সৃজন মহান্ ।



দুঃখিনী।

মধ্যাহ্ন রবির করে
আজি রাজপথে ঝরে
প্রলয় অনল !
উত্তপ্ত সমীরে ঢালা
যেন শত বিষ-জ্বালা
যাতনা প্রবল !

প্রভাতে মোহিনী উষা
পড়ি যে ফুলের ভূষা
আসিলা ধরায়
প্রখর কিরণে তাহা
শুকায়ে ঝরেছে আহা,—
ভূমিতে লুটায় !

পাতার আড়ালে থাকি,
পাখী মাঝে মাঝে ডাকি,
বেদনা জানায়,

গাভীগুলি শ্রান্তকায়,
শীতল বৃক্ষের ছায়
শরীর জুড়ায় !

আজি বিশ্বে নাহি সাড়া,
নিঝুঁম নিস্তব্ধ ধরা
নীরবে ঘুমায়।
হেনকালে রাজপথে
কে অভাগী ধীরপদে
কোথা চলি যায় ?

উত্তপ্ত বালুকা-কণা
বাড়াইছে কি বেদনা
চরণে উহার !
যাতনায় ক্লিষ্ট মুখ
শ্রান্তিতে কম্পিত বুক
মলিন আকার !

ললাটে বহিছে ঘাম,
তবু চলে অবিরাম
অলস চরণে,

কণা

কি যেন বিষম ব্যথা—
দারুণ বিষাদ গাথা
জাগে ওর মনে!

সারা অঙ্গে মাখা ধূলি
করুণ নয়ন তুলি
চারি দিকে চায়,
নিদাঘ যাতনা ভুলি
বিষাদ রাগিণী তুলি
দুখ-গাথা গায়।

"মাতৃহীনা পিতৃহীনা
কাঙ্গালিনী অতি দীনা
আমি মা অভাগী,
সারাদিন রৌদ্রে পুড়ি
দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি
দুটি ভিক্ষা লাগি!

অনাহারে অনিদ্রায়
দিন রাত্রি কেটে যায়
অভাগী বালার;

কণা

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড'পর
একখানি ভাঙ্গা ঘর
নাই মা আমার !

রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতে
তামসী আঁধার রাতে
গাছের তলায়,
ভাইটিরে লয়ে বুকে
অসীম যাতনা দুখে
রজনী পোহায় !

অনন্ত দুঃখের মাঝে
একটী সান্ত্বনা সে যে
জগতে আমার,
নদী পারে বৃক্ষ-ছায়
ক্ষুধায় অলস কায়
ভাইটি আমার—

ঘুমায়েছে কাঁদি কাঁদি
জাগিলে না দেখি দিদি
পাইবে তরাস,

কণা

মাগো তোরা ভিক্ষা দিলে
দ্রুত আমি যাই চলে
তাহার সকাশ !

দুই বছরের ছেলে
রাখিয়া আমার ক্রোড়ে
মা গেছেন চলে,
অতি কষ্টে ভিক্ষা ক'রে
বাঁচায়েছি আমি তারে
বিভু-স্নেহ-বলে ?

সমস্ত দুঃখের মাঝে
তাঁহারি করুণা রাজে
জানি তাহা আমি ;
দয়াময় ভগবান
দীনের শরণ-স্থান
জগতের স্বামী।

যাঁহার বিধান বলে
রবি শশী তারা চলে
শোভাময়ী ধরা,

তাঁহারি কৃপার দান
গরীব শিশুর প্রাণ
রাখ মা তোমরা !

দয়া করি ভিক্ষা দানে
তোষ মা ব্যথিত প্রাণে
চলে যাই আমি,
তোমাদের সুকল্যাণ
করিবেন ভগবান
জগতের স্বামী !”



পরেশনাথ দর্শনে।

একি সজ্জা, একি গৃহ, একি রাজোদ্যান!
নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ চারু সরোবর,
অতুল বিলাসময় ঐশ্বর্য্য,গৌরব
ইন্দ্রের অমরা জিনি অপূর্ব্ব সুন্দর,
জগতে ঘোষিছে কার বিপুল বিভব?
কনক কলসী কারে করিছে সম্মান?

শত রাজ্য সুখ যিনি উপেক্ষি' হরষে
জগতের দুঃখভার নেছিলেন বরি,
ভকত তাঁহারি পদে ঢালে উপহার—
কনক মুকুতা রাশি দুই হাত ভরি!
যাঁর শিক্ষা ঘৃণা কর কাঞ্চন অসার,
তাঁহারে লভিতে চাহ ঐশ্বর্য্য বিলাসে!

হৃদয়ের প্রেম-ফুলে পূজি রাঙ্গাপদ
ভক্ত ভাবে, কি দিয়েছি হৃদয়ের নাথে,
সে কি দেখে? সে কি বোঝে ধরণীর বুকে
কিছুরি তুলনা নাই ভকতির সাথে?

তাই ছার অর্থ দিয়ে অচেতন সুখে
তোমারি মুরতি গড়ে হে প্রভু "অর্হত" !

গিয়াছিলে তুমি প্রভু ত্যজি অবহেলে
রাজ্যের অসীম ধন, যৌবন মধুর,
অস্ফুট কুসুম কলি স্নেহের সন্তান,
পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নী, ঐশ্বর্য্যপ্রচুর !
মায়ের অতুল স্নেহ, প্রজার সম্মান
পারে নাই হৃদি তব বাঁধিতে শৃঙ্খলে !

কি ছার মুকুতারাশি কনক প্রচুর
কি ছার বিশাল রাজ্য ঈর্ষ্যাকলুষিত
হিংসা গর্ব্ব মোহমদে মলিন পরাণ
কেমনে বহিবে তুমি সংসারীর মত ?
অনা'সে চরণে তাই ঠেলি ধন মান
যৌবনে বরিলে প্রভু বৈরাগ্য মধুর !

ধরণীর দুখ ব্যথা নিতে বুক পাতি
হে দেব, হে অমিতাভ বরিলে বিপদে,
মহান্ আদর্শ তুমি বিশাল ধরার !
প্রকৃতি অরঘ ঢালে তব রাঙ্গা পদে.

করুণা

নির্ম্মল কুসুম তুমি পূত অমরার
সমীর করুণা ঢালে তব গুণে মাতি !

আজ শুভ দিবসের মধুর কিরণ
তোমারি মহান্ গীতি এনেছিল বহি
ফুলের সুবাস আর মৃদুঁ সমীরণ !
পাখী গেয়েছিল ধীরে নীলাকাশে রহি
নির্ম্মল আনন্দময় সঙ্গীত মোহন !
নীরবে ভাবিনু হর্ষে সার্থক জীবন !

সমস্ত হৃদয় ভরি ভকতি কুসুমে
পূজিতে আসিনু দেব পুলক বিহ্বল
নীরব আশীষ তব লভিতে মাথায় !
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু, হে বুদ্ধ নির্ম্মল !
সে দিন আশ্রয় যেন লভি পদচ্ছায়
যে দিন খুঁজিব শান্তি চির সুখ ঘুমে !



প্রেমময়ী।

ব্যথাময় বিশাল সংসারে
হৃদি তন্ত্রী পড়ে যবে ঘুমি,
জীবনের সে মরু মাঝারে
ক্ষীণ দীপ * কে জ্বালাও তুমি ?

জ্বালাদগ্ধাপীড়িত ব্যথিতে
কেহ যবে আসে না তুষিতে,
মরুভূমে নির্ঝরের মত
তুমি তারে তুষিছ সতত !

অনাশ্রয় হৃদি যবে কাঁদে—
"কেহ মোর নাইরে জগতে",
কে তুমি গো দেবী স্বরূপিণী
বল তারে আশার কাহিনী ?

ধরণীর পঙ্কিল সমীর
প্রাণ যার করে লো অধীর
পারিজাত মধু নিরমল
দানে করো সজীব নির্ম্মল !

কন্যা

সংসারের উত্তপ্ত প্রাঙ্গণে
দাবদগ্ধ, নিরুদ্যম জনে
শান্তি দাও সুধা নির্ঝরিণী ;
কে তুমি গো প্রেম-মন্দাকিনী ?

স্নেহে প্রেমে কর প্রীতি দান
দুঃখীদের জননী সমান,
কে তুমি গো স্নেহের প্রতিমা
ঊষা সম স্বর্গীয় সুষমা !

বুঝি তুমি স্বর্গের কমলা,
ধরণীর পাপ তাপ মলা
মুছে নিতে এসেছ ধরায়,
ফিরে চলে যাবে অমরায় !

থাক দেবী অভাগা এদেশে
প্রেমময়ী দয়াময়ী বেশে ;
প্রতি গৃহে হয়ে অধিষ্ঠিত
দেবীরূপে হওগো পূজিত।



ভুল।

ঊষা যায় সন্ধ্যা হাসে,
রবি অস্তে শশী ভাসে,
ধরণী মাধুর্য্যময়ী,—মধুরা প্রকৃতি;
করুণারূপিণী নদী গাহে কলগীতি।
সমীরণ আত্মহারা,
মহাধ্যানে মগ্ন ধরা,
ফুলবালা আত্মহারা হৃদয়ে উচ্ছ্বাস,
বিভুর চরণে ঢালে মধুর সুবাস!

আত্মহারা পাখীগুলি
আনন্দে পরাণ খুলি
হৃদয়ের দীন পূজা করে নিবেদন;
একান্ত কাঙ্ক্ষিত তার বিভুর চরণ।
ক্ষুদ্র এ হৃদয়টুক
উচ্ছ্বাসে আকুল বুক
সে চরণে দিতে গেনু ভক্তি উপহার,—
আর কিবা আছে ছাই সম্বল আমার!

কণা

ভক্তিনত নম্র শিরে
হৃদি অর্ঘ্য লয়ে করে
চরণে অঞ্জলি দিতে কি মহাবিস্ময়,—
তুমি যে রয়েছ প্রভু সারা হৃদিময় !
পূজিতে ভবের স্বামী
কি ভুল করেছি আমি,
ভক্তি—প্রেম—স্নেহ—হৃদি কুসুমের ডালি
তোমারি চরণে দেব দিয়াছি যে ঢালি !

ভাঙ্গিতে চাহি না ভুল,
চিরদিন হৃদি ফুল
তোমারি চরণে যেন ঢালি অনিবার ;
তোমারি চরণ স্বামী স্বরগ আমার !
স্বর্গের দেবতা তুমি,
অতি ক্ষুদ্রা দীনা আমি,
তোমারি চরণ রেণু বেশী কিছু নয়,—
তোমারি মুরতি মোর সারা হৃদিময় !

তোমার চরণ স্বর্গে
স্নেহ প্রেম প্রীতি অর্ঘ্যে

কণা

পুষ্পাঞ্জলি দেই প্রভু সারা হৃদয়ের
হৃদয়ের স্বামী তুমি দেবতা সাধের!
স্বর্গ পারিজাত সম
নিরমল নিরুপম
তোমার পবিত্র প্রেম স্বরগ সম্ভার!
প্রেমময় স্নেহময় দেবতা আমার!

সাধের ভুলটি মোর
সারাটি হৃদয় পর
থাক চির জাগরিত স্বরগ প্রভায়,
অনাদি অনন্ত পিতা বিভুর দয়ায়।
ক্ষুদ্র এ জীবনে নাথ
কর এই আশীর্ব্বাদ
ভুলি যেন দুঃখ শোক তোমারে নেহারি
ধ্রুবতারা সম জাগ জীবনে আমারি!



আমার কুটীর।

সুরম্য প্রাসাদ নয়
প্রমোদ উদ্যান,
মোহন সরসী নাই
মর্ম্মর আসন!
লতার বিতানে ঢাকা
আমার কুটীর,
শতছলে শতবার
কাঁপায় সমীর!

ঐশ্বর্য্যের কোলাহল,
হিংসা দ্বেষ-রাশি,
নাই এ কুটীর মাঝে
কুটীলের হাসি।
সত্য, প্রেম, সরলতা,
করুণা, প্রণয়,
সতত বিরাজে সেথা—
প্রেমের নিলয়।

কণা

অতুল ধনের গর্ব্ব,
স্বার্থ,—অহঙ্কার,
ক্ষুদ্র এ কুটীরে তার
নাহি অধিকার !
শান্তিপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ
আনন্দ কুটীরে
দেবতা-আশীষ-রাশি
ঝরিছে সমীরে !

প্রভাতে মোহিনী ঊষা,
তরুণ তপন,
কুটীর মাঝারে সুখে
ছড়ায় কিরণ !
সে কিরণে দুঃখ যায়,
যাতনা বিলীন,
প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালে
উদ্যম নবীন !

প্রশস্ত আঙ্গিনা তলে
ক্ষুদ্র উপবনে




কণা

দু চারিটি ছোট ফুল
ফুটি আনমনে,
সমীরে বিলায় মৃদু
স্নিগ্ধ পরিমল ;—
ক্ষুদ্র এ কুটীর তাহে
সার্থক নির্ম্মল !

মোহিনী সন্ধ্যায় যবে
মোহন চন্দ্রমা
বিশাল ধরিত্রী বক্ষে
ছড়ায় সুষমা,
মুক্ত বাতায়ন পথে
এ ক্ষুদ্র কুটীরে,
দেবতা আশীষ সম
ঝরি পড়ে ধীরে !

দিবসের রণ-শ্রান্তি
কর্ম্ম-পরাজয়,
নিমেষে সে দেবাশীষে
পায় যেন লয় !




গৃহ-দেবতার স্নেহ
ক্ষুদ্র এ কুটীরে—
ছড়ায় বিমল শান্তি
সুখ-প্রীতি-নীরে !

চাই না স্বর্গের সুখ
অতুলিত ধন,
শান্তিময় গৃহ মম
নন্দন কানন !
দেবাশীষে শত বাধা
হোক্ পরাজিত,
পুণ্যে, প্রেমে শান্তি সদা—
থা'ক্ বিরাজিত !



আগমনী ।

বর্ষার কুহেলিচ্ছন্ন আঁধার আকাশ,
মেঘের গর্জ্জন ঘন প্রমত্ত বাতাস,
উদ্দাম যৌবনমত্তা তটিনী নিকর,
অবিশ্রান্ত বারিধারা ঝরঁ,ঝর ঝর—

দূরে গেছে ; এবে শান্ত মৃদুসমীরণে
বিশ্ব-জননীর স্নেহ বহি আন মনে
মেঘমুক্ত তপনের জগত-উদ্ভাসি
কিরণে মণ্ডিত ধরামুখে চারুহাসি।

বর্ষাবারিধৌত স্নিগ্ধ শ্যাম তরুরাজি
পল্লব-মুকুলে নব হাসিতেছে সাজি
সে হাসি ধরার বক্ষে ছড়ায় আহ্লাদ,
স্বর্গ হ'তে বর্ষে যেন মার আশীর্ব্বাদ !

প্রভাতে শিশির-সিক্ত মুখ ভরা হাসি
দেববালা শেফালিকা ধীরে পড়ে খসি !
যেন আজ মার পদে ভক্তি উপহার,
শেফালি হৃদয় ঢালি দেয় অর্ঘ্যভার !

কণা

রবির কিরণ, শুভ্র কৌমুদী-বিকাশ,—
ঢালিছে ধরণী-বক্ষে আনন্দ উচ্ছ্বাস !
ফুলের সুবাস, মৃদু ধীর সমীরণ—
সত্য প্রেম সরলতা করে বিকীরণ !

প্রফুল্লা প্রকৃতি রাণী আনন্দে বিহ্বল
তরুলতা ফুল ফল হাসে খল খল,
ধরার অশান্তি জ্বালা শোক দুঃখ তাপ
সে হাসিতে দূরে যায় নরক-সন্তাপ !

আনন্দে বনের পাখী আগমনী গায়
সারাটি বরষ পরে—আয় গো মা আয় !
পাখীর সে কলস্বরে কি অমিয় ধারা
সমগ্র ধরণী তাহে মুগ্ধ আত্মহারা !

নিভৃত নির্জ্জন গ্রামে প্রতি ভক্ত-গৃহে
ডাকিছে হৃদয় খুলি ভক্তি প্রীতি স্নেহে !
মধুর সানাই বাজে, শুভ শঙ্খ-ধ্বনি,
সমগ্র জগত আজ গায় আগমনী !

আশীর্ব্বাদ।

নব বর্ষে নবীন হরষে
হাসিতেছে প্রফুল্ল ধরণী—
সুনীলিম প্রশান্ত গগন
জ্যোৎস্না-স্নাত মধুর যামিনী!

আদরের ভাইটি আমার
হৃদয়ের স্নেহের মুকুল—
অনাঘ্রাত পবিত্র কুসুম,—
স্বরগের আনন্দ পুতুল!

বিধাতার আশীর্ব্বাদ আজ
শতধারে পড়ুক মাথায়!
শত বাধা শত বিঘ্ন তোর
কেটে যাক্ বিভুকরুণায়!

পরমেশপ্রেমের আলোকে
ধুয়ে ফেলো প্রাণের তিমির,
বিশ্বাসের বলে হ'ও বলী—
বিপদেতে একান্ত সুধীর!

কণা

পতিতেরে করিতে উদ্ধার
বাধা যেন না মানে হৃদয় ;
কর্ত্তব্যের কঠিন শাসনে
অটল সুদৃঢ় যেন রয় !

দুঃখীদের আঁখিধারা সনে
মিশাইও নিজ অশ্রুজল,
ক্ষুধা-তৃষা-কাতর যে তারে
বিলাইও নিজ অন্ন-জল !

ব্যথিতের ব্যথা মুছাইতে
দৃঢ় ক'রো আপনার মন,
কে দেখিবে, কে বুঝিবে আর
প্রাণে তার কত যে বেদন ?

পুণ্যে প্রেমে জীবন তোমার
হোক্ ভবে চির সমুজ্জ্বল,
জন্মভূমি জননীর পদে
ভক্তি যেন থাকে অবিচল ।

কণা

বড় হয়ে থাকিস্ সরল,
উদার উন্মুক্ত প্রাণ মন;
কুসুমের মত নিরমল
অনাবিল উন্নত জীবন!

এবে তুই অবোধ বালক
সংসারের দুঃখ কোলাহল
পশে নাই শ্রবণেতে তোর,
সদা তাই আনন্দে বিভল!

তাই আজ করি আশীর্ব্বাদ—
পুণ্যময় হউক জীবন,
কভু যেন পশে না হৃদয়ে
সংসারের পাপ প্রলোভন!

সুখী হও সুখী কর সবে,
পিতা মাতা সবার হৃদয়
যেন ভাই তোমারি গৌরবে
চিরদিন বিভাসিত রয়!



আলো ও ছায়া।

প্রভাতের তরুণ তপন
ঢালে শুভ্র উজ্জ্বল কিরণ
ধরণীর অন্ধাকাররাশি
সে আলোকে দূরে যায় ভাসি !

সায়াহ্নের কালিমা রেখায়
সে আলোক নিমেষে নিভায়
ধরণীর উজ্জ্বল বদনে
টেনে দেয় শ্যাম আবরণে !

স্বর্গীয় সুষমারাশি সম
প্রভাতের ফুল নিরুপম,
প্রাণভরা আনন্দ উচ্ছ্বাস
সমীরণে বিলায় সুবাস !

দিনেশের প্রখর কিরণে
সে নির্ম্মল-প্রফুল্ল বদনে
সায়াহ্নের কাল ছায়া পড়ি
ম্লানমুখ প'ড়ে যায় ঝরি !

কণা

এমনি কি মানব জীবনে
আছে আলো আঁধারের খেলা—
উজ্জ্বলিত নবীন কিরণে,
ম্লান মুখ পড়ে গেলে বেলা ?

হৃদয়ে কি তরুণ তপন
আশা-বীজ বপে সযতন
প্রাণে বহি আনন্দ-তটিনী—
কহে শত স্বরগ কাহিনী।

হৃদি বৃন্তে ফুল দুটি যবে
ফুটে উঠি আনন্দ-গৌরবে
সারা প্রাণে ছড়ায় সুবাস
স্বরগের পবিত্র উচ্ছ্বাস !

কত স্মৃতি অস্ফুট কল্পনা
স্বর্গ-সুখ করে কি রচনা—
আত্মহারা ভাবে কি অজ্ঞান
সুখী মোর অনাবিল প্রাণ ?



ভাবে, "নাই কাঙ্ক্ষিত আমার,
শিরে মোর ঝরি পড়ে ধীরে –
স্বরগের দেবাশীষভার,
জয়ী আমি বাসনার তীরে !"

তার পর সন্ধ্যার কালিমা
ঢাকে যবে তপন-সুষমা—
হৃদাকাশে আঁধারের খেলা,
আলোকেরে করে অবহেলা,

আজীবন দুঃখ-স্মৃতি-গাথা—
একে একে সব শোক-ব্যথা
সহসা কি প'ড়ে যায় মনে
তমোময় মলিন জীবনে !

হৃদিবৃন্তে কুসুম তখন
হয়ে যায় আঁধারে মগন,
সুখসনে সুখ স্বপ্নরাশি,
ধূলিতেই যায় সব মিশি !






যাত্রা ।

তরীখানি বেয়ে বেয়ে বেয়ে
শ্রান্তি যবে উপজিবে মনে,
শান্তিময় শ্যাম উপবনে
ধীরে চলে যাইব দুজনে !

শ্যামা পিক মাথার উপরে
সুধা ধারা ঢালিবে সুতানে,
প্রকৃতির সে মধু আহ্বানে
আমরাও গাহিব দুজনে ।

তটিনীর ছল ছল তান
কানে এসে পশিবে মধুর,
সমীরণ বহিয়া আনিবে
দেবাশীষে আনন্দ প্রচুর !

বেয়ে বেয়ে লাগাব তরণী
নীরব নিঝুম স্বপ্নপুরে,
অভ্যর্থিবে অপ্সর-রাগিণী
সুমধুর স্বরগের সুরে !

সে দেশের পথ ঘাট বাট
উজ্জ্বলিত আশার কিরণে
পাখী গাহে স্বর্গীয় সুতান
সুপবিত্র ঊষার মিলনে !

প্রকৃতি স্বপনে মগ্না তথা
নিমীলিতা,—আঁখিভরা ঘুম,
নদী তীরে বনফুলগুলি
প্রস্ফুটিত নীরব নিঝুম !

সে দেশের কুসুম-সুষমা
সে যেন রে ধরণীর নয়,
স্বরগের পারিজাত-বাস
সে ফুলের সারা হৃদিময় !

রাশি রাশি বনফুল মোরা
সযতনে করিব চয়ন,
মালা গাঁথি দুজনার মাঝে
দুই জনে রহিব মগন !

কণা

তার পর মেঘের কালিমা
ছায় যদি নির্ম্মল আকাশ,
দশদিক আকুলিত করি
বহে যদি প্রমত্ত বাতাস—

দুজনে মরিব একসাথে
ধূলাখেলা হবে অবসান,
যতনে বাহিয়া তরী মোরা
মৃত্যুপথে হ'ব আগুয়ান !

'মৃত্যু'—সে ত কর্ম্মের বিরাম
আনন্দের—বিশ্রামের কাল !
মরণেরে করিয়া শরণ
লভি যেন জীবন বিশাল !



জন্মভূমি।

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
মাগো তোর হাসিমুখ,
প্রীতি-স্নেহে ভরা বুক,
স্বর্গ-সুধা ঢালে প্রাণে অমৃত পাথার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
তোর প্রতি ফুলে ফলে,
তটিনীর নীল জলে,
তোর মধু সমীরণে স্বর্গ সুধাধার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
আকাশে চাঁদিমা হাসে
জোছনায় ধরা ভাসে
তাহাতে মাখানো যেন তোরি স্নেহধার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার ! *

কণা

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
প্রভাতে তরুণ রবি
প্রাণে ঢালে চারু ছবি
তোমারি কিরণ-প্রভা বদনে তাহার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীরসী জননী আমার !
তোর মত আপনার
জগতে কে আছে আর
প্রতি ধূলি কণা তোর স্বরগ আমার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
শৈশবের মধু স্মৃতি,
কৈশোরের স্নেহ-প্রীতি,
যৌবনের মধু-স্বপ্ন আশীষে তোমার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার ;
তোর প্রতি ধূলি কণা

মণি-মুক্তা হেম সোণা—
প্রতি তৃণ শষ্প মাঝে স্নেহের আগার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
তোর স্নেহ-স্পর্শ বলে
ব্যথা ভুলি অবহেলে,
তুই যে সোনার কাঠি জীবনে সবার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
সংসারের ধূলি-খেলা
খেলিতে কাটিলে বেলা
শ্রান্ত দেহে লভি শান্তি চরণে তোমার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার,
দীপটি জ্বালিয়া তুমি
বসে আছ সারা যামী
কখন আসিবে বাছা কোলেতে তোমার ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

কণা

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

"চাই না অনন্ত স্বর্গ,

চাই না দেবতা-বর্গ"

স্বর্গাধিক কোল মাগো রয়েছে তোমার ;

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার,

তুই মা পরশমণি,—

বিমল আনন্দ-খনি,

তোর ও রাতুলপদে নমি শতবার ;

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !



জীবন বসন্ত।

অন্তরের নিভৃত নিলয়ে
দেবতার পূজিবার স্থান,
ভক্তি রচে প্রীতি-অর্ঘ্য তথা
প্রেম গাহে আগমনী গান!

হৃদয়ের কুসুম কাননে
বসন্তের খনিক বিকাশে
ফুটে উঠে ফুল থরে থরে—
ধরা-বক্ষে ছড়ায় সুবাস!

মলয়ের তরঙ্গ-হিল্লোলে
কত কলি শিহরিয়া ফুটে,
দু চারিটি কোয়েলার তান
হৃদাকাশে ধীরে জেগে উঠে!

কি জানি কি মোহের আবেশে
কল গানে জীবন-তটিনী
বহি আনে প্রাণের মাঝারে,
কত সুখ আশার কাহিনী।

কণা

ভক্তি, প্রীতি উছলিয়া উঠি
খোঁজে তার বাঞ্ছিত চরণ,
কামনায় ভরে উঠে প্রাণ
আত্মসুখ দিতে বিসর্জ্জন !

বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্
মনে হয় সুদৃঢ় হৃদয়
সংসারের ম্লান দুঃখ শোকে
মুহূর্ত্তেক টলিবার নয়!

মনে হয় ধূলিময় ধরা
স্বরগের নন্দন কানন ;
শোক ব্যথা অনিত্য স্বপন
শান্তি-সুখ জীবনের সব !

হৃদাকাশে নির্ম্মল চাঁদিমা
ঢালে শুভ্র কৌমুদীর হাস
ছেয়ে ফেলে সারাটি জীবনে
মধুস্মৃতি বসন্ত-বিকাশ !



জীবন সায়াহ্ন।

জীবনের প্রভাতে যখন,
ঢালে রবি উজ্জ্বল কিরণ ;
ধূলিময় সংসার-প্রাঙ্গন
মনে হয় নন্দন কানন।

হৃদি মাঝে অন্তরালে থাকি
মধুস্বরে গাহে সুখ-পাখী,
ফুলগুলি ফুটি আন মনে
সুবাস ছড়ায় সমীরণে।

বিশ্বহারা বিভল পরাণ
মগ্ন হয় সোণার স্বপনে,
মনে হয় স্বরগ-ধরণী
ব্যথাহীন আনন্দ-তটিনী।

তার পর একদা চকিতে
আঁধার ঘনায় চারি ভিতে ;
নিভে যায় সোনার প্রদীপ
আঁধারেতে ডুবে চারি দিক !

কণা

ধীরে ধীরে হৃদয়-কানন
শ্মশানেতে লভে নিরবাণ!
ফুলগুলি ধীরি ধীরি ধীরি
বৃন্তচ্যুত পড়ে যায় ঝরি!

সুধামাখা পাখীর সে গান।
চিরতরে লভে অবসান,
ধীরে ধীরে জীবন তটিনী
বহি আনে অশান্তি কাহিনী!

সুখ-স্বপ্ন হয় অবসান
আঁধারেতে মলিন পরাণ,
সুপ্তিভঙ্গে করে হায় হায়
দীপ নিভে গিয়েছে কোথায়!



কঠোর অভিজ্ঞতা ।

কে জানিত ধরা-বক্ষ এত বিষময়,
হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ অশান্তি আলয় ?
কে জানিত স্নেহময় পুত্র পরিজন
কালের অতল গর্ভে করিবে শয়ন ?

কে জানিত প্রভাতের তরুণ তপন
সায়াহ্নে জলধি-গর্ভে সমাধিমগন ?
কে জানিত শারদীয় কুমুদ-রঞ্জন
নিদারুণ রাহুগ্রাসে হবে নিমগন ?

কে জানিত সুকোমল কুসুম-হৃদয়
কীটের দংশনে হায় হবে বিষময় ?
কে জানিত সুপবিত্র প্রণয়-রতন
বিষাক্ত কণ্টকে হায় খচিত এমন ?



শিশু ও পিতা।

শিশু কহে, “বাবা আমি কবে হব বড়—
তোমার সমান হব, জানিব সকল ?”
পিতা কহে, “ওরে বাছা আমি চাই তোর
ছোট নিষ্কলঙ্ক প্রাণ সুন্দর সরল !”



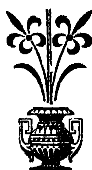
নূতন ও পুরাতন।

নূতন ডাকিয়া কহে, "ওহে পুরাতন,
কর্ম্মনাশা জলে তোরে দিনু বিসর্জ্জন!"
পুরাতন কহে হাসি, "বিধাতা প্রবীণ,
সমদর্শী তিনি, তোরো আসিবে এ দিন!"



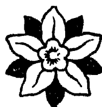
ঊষা ও রাত্রি।

ঊষা কহে, "ওলো নিশা, পালালো, সুদূরে,
আঁধার রূপিনী তুই, কে চাহে লো তোরে?"
নিশি কহে "আমি আছি তাই চায় তোরে ;
নহিলে ভুলিত কেও দীপ্ত রূপ-ঘোরে।"



বায়ু ও মন।

বায়ু কহে, "ওরে মন, আমি সর্ব্বগামী ;
শতেক যোজন ছুটি নিমেষেতে আমি।"
মন কহে, "বায়ু ভাই, গর্ব্ব নাহি করি ;
কিন্তু জানে নরগণ কত বেগ ধরি।"



আলো ও ছায়া।

আলো ডেকে কহে, "ছায়া দূরে যাও তুমি,
ডরি পাছে ও আঁধারে আমি পড়ি ঘুমি।"
ছায়া কহে, "আলো ভাই, ভেবে দেখ মনে,
কোথায় সার্থক তুমি আমার বিহনে।"



বিবাহ মঙ্গল।

প্রেমময়ী ধরণী সুন্দরী,
বিশ্বপ্রভু প্রেমের দেবতা,—
প্রেমে গর্জ্জি গায় সমীরণ
স্বরগের আনন্দবারতা !

নদী ধায় সাগর সঙ্গমে
মত্ত প্রাণ মুগ্ধ প্রেমাবেশে ;
সিন্ধু-বক্ষ উঠিছে উছলি,
আপনারে মিশাতে আকাশে !

ফুলে ফুলে নাচে সমীরণ ;
তারাটি তারার পানে চায় ;
সহকারে তুষি ফলফুলে
লতা মাগে একান্ত আশ্রয় !

চন্দ্রমার মোহন জোছনা
শতধারে ধরাবক্ষে ঝরে ;




কন্যা

প্রেমডোরে বাঁধা ধরাখানি
সুখহাসি হাসে প্রেমভরে !

সায়াহ্নের উজ্জল তারাটি
প্রেম-গাথা শিখায় নিশায় ;
গিরি চায় চুমিতে আকাশ
নীল মেঘে বিজলী খেলায় !

বিধাতার শুভাশীষ ধারা
শতধারে ঝড়ে এ ধরায় ;
তাঁহার এ প্রেমের নিলয়ে
একা দিন যাপে কে কোথায় ?

শুভক্ষণে তোমরা দুজনে
বদ্ধ হও তাঁরি প্রেম ডোরে ;
দুটি প্রাণ এক হয়ে যাক্
নদী যথা মিশিছে সাগরে !

সংসারের শত ঝঞ্ঝাবাতে
গিরিসম থাকিও অটল,
সুখ-দুখ দুঁহু দোঁহা চাহি
হাসিমুখে সহিও সকল !




আজি এই মধুর মিলনে
শুভাশীষ ঝরুক তাঁহার !
শুভক্ষণে হও আগুয়ান
লভি বিভু আশীর্ব্বাদ ভার !

ধ্রুবতারা বিভুর চরণ
সুখে দুখে রাখিও স্মরণ ;
তাঁহারি চরণতলে দুটি
চিরদিন সুখে থাক ফুটি !



কণা

প্রাণাধিকা বোন ক্ষণপ্রভার শুভ পরিণয়ে আশীর্ব্বাদ।

জয় জগদীশ!

তোমার প্রেমের রাজ্যে,
তোমারি মঙ্গল ছায়,
তোমারি করুণা বলে
মিলি আজ দুজনায়,

অগ্রসর হয় প্রভু
সাধিতে তোমারি কাজ;
স্নেহের সন্তানে তব
আশীর্ব্বাদ কর আজ!

তোমার চরণে সদা
যেন গো রাখিয়া মন,
পৃথিবীতে শান্তি সুখে
সুখী হয় দুই জন!

অনন্ত প্রেমের ডোরে
বাঁধিলে যে দুটি প্রাণ,
অক্ষয় বন্ধন হোক্
এ আশীষ কর দান!

আজি—
বিধাতার শুভ বরে
শুভদিনে শুভক্ষণে,
স্নেহময়ী ক্ষণপ্রভা
মিলে ইন্দ্রচন্দ্র সনে!

কত বাধা কত বিঘ্ন
কিছুতে নাহিক ডরি,
অই যে মাধবীলতা
প্রাণপণে যত্ন করি

সহকার পতি সনে
মিলিয়া আনন্দ প্রাণে
তুষিছে পতিরে সদা
ফুল-ফল-ছায়া দানে!

কন্যা

তুমিও লতিকা বোন্,
পতি তব সহকার ;
দুজনে মিলিলে সুখে
আশীর্ব্বাদে বিধাতার !

ধরায় প্রত্যক্ষ দেব
নারীর সর্ব্বস্ব স্বামী ;
তুমিও মাধবী-সম
হও পতি-অনুগামী !

স্বর্গ বৈজয়ন্ত ধামে
ইন্দ্রপাশে শচী-সম,
এ সংসারে শান্তি সুখে
সুখী হও দুই জন !

আশীর্ব্বাদ হাতে লয়ে
আসিয়াছি আজি সুখে
দুজনে কি এ টুকুনি
লবে তুলে হাসি মুখে ?

দিদি।

আশীর্ব্বাদ।

শুভদিনে শুভক্ষণে আজ
বাজিতেছে মঙ্গল্ বাজনা,
হুলুধ্বনি বাঁশরী সানাই
সুকল্যাণ করিছে ঘোষণা!

স্নেহের দেবেন আজ সুখে
বধূ সহ ফিরিতেছে ঘরে,—
প্রাণে তাই আনন্দ অপার
আঁখি হতে আনন্দাশ্রু ঝরে!

হরিষে বিষাদ আজ বড়
স্নেহময়ী মাতার বিহনে,—
মা'র শোক উথলিছে আজি
চির আকাঙ্ক্ষিত শুভ দিনে!

স্বরগের দেবী তিনি,—আজি
অবশ্যই সেথা হতে ধীরে,

কণা

নীরবেতে মঙ্গল আশীষ
বর্ষিছেন তোমাদের শিরে !

নিরানন্দ পিতার হৃদয়
সুখী কর আজি দুইজন,
এস এস নবীন দম্পতি !
প্রীতিভরে করিগো বরণ ।

ভুলে যেও যশ অপবাদ,
পীড়িতের ঘুচাইও ভার,
জীবনের শ্রান্তি অবসাদ,
বিভুপদে দিও উপহার !

পাতকী যে সবার ঘৃণিত
ভাই বলে তারে বুকে নিও,
সান্ত্বনায় তুষিও ব্যথিতে
বিভু প্রেমে আঁধার কাটিও !

স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা
জন্মভূমি থাকে যেন মনে,

সুখশান্তি হোক লাভ তব
মুকুলিত নবীন জীবনে!

এতদিন তুমি সহকার
একা ছিলে দায়িত্ববিহীন,
আজ হতে লতিকা সুন্দর
তোমাতেই হইল বিলীন!

তুমি ধ্রুব সরবস্ব তার
ভাল তারে বাসিও সতত;
প্রীতি মাখা প্রেমে দুজনার
মধুময় হউক জগত!

সাবিত্রী ও সীতা পদরেখা
ভক্তিভরে যত্নে অনুসরি,
সংসার সাগর মাঝে তব
হোক সতী যোগ্যা সহচরী!

আশীর্ব্বাদ করি প্রাণভরে
চিরজীবী হওরে দুজনে,

কণা

ভগবানে মতি রেখে সদা
বাঁধা থাক অনন্ত বন্ধনে !

পরমেশ করুণ কল্যাণ,
পূর্ণ হোক সর্ব্ব মনস্কাম ;
শোক দুখ হোক অবসান,
শান্তি আর লভিও আরাম !

জগদীশচরণে মিনতি—
দুটি হৃদি এক হল যদি,
স্বরগের পবিত্র বন্ধনে
বাঁধা যেন থাকে নিরবধি !

কপটতাময় এ সংসারে
আশীর্ব্বাদ-পূত উপহার,
আজি এই হরষের দিনে
স্নেহাশীষ লওগো আমার !

বৌ দিদি।



নববর্ষ।

নববর্ষে আজ হাসে ধরাতল,
হাসে প্রীতিভরে কুসুমগুলি ;
সমীরণে ঝরে আশীষ নির্ম্মল,
নদী গায় গান হৃদয় খুলি !

এসেছে জননী কমলার বেশে
হেম ঝারি লয়ে কোমল হাতে ;
আঁখি দুটি স্নিগ্ধ কিরণ বরষে
আশীষ ঝরিছে সবার মাথে !

গত বরষের নিরাশ যাতন
ভুলে যাক সবে ওপদ চাহি,
নবীন হরষে নব আবাহন
আবেশে উল্লাসে উঠুক গাহি।!

কণা

গত বরষের তরী খানি যার
ভেঙ্গে টুটে গেছে নিরাশা-ঘায়,
ও পদ প্রসাদ লভি সে আবার
হাসি মুখে সুখে যুঝিতে ধায় !

সমীরণ আজি আশীষ বরষে
পাখী গায় সুখে বিজয়গান,
উঠ আঁখি মেলি নবীন হরষে
কে কোথা রয়েছ অলস প্রাণ !

ডেকে আন সাথে ভগিনি ভ্রাতায়!—
যে যেথা ঘুমায় অলস কায় !
দেবতা আশীষ ঝরুক মাথায়
ধুয়ে যাক্ কালী জোছনাভায় !

নববর্ষে আজ এসগো জননি !
স্নেহপ্রীতি প্রেমে হৃদয় ভরি
কনক আঁচলে আন হেম মণি
ধন ধানে আন পসরা ভরি !

কণা

কমলার বেশে আশীষ বরষি
এসগো জননী হরষে আজ,
ম্লান শোক ছায়া পড়ে যাক খসি
খেলুক বিজলী হৃদয় মাঝ !



মধুর ধরণী।

সে দিন শান্ত মধুর সন্ধ্যা
পুলক আনিল বহি ;—
মলিন রবির মধুর কিরণে
পরিমলবাহী মধু সমীরণে
অলস আবেশে সোনার স্বপনে
ধরণী মাধুরী মাখা !
মধু বসন্তে কোকিল গাহিছে
"কুহু কুহু" রহি রহি !

অলকনন্দা বহিছে আনন্দে
দেবতা আশীষ রাশি ;
গগনে তারকা শোভে ঝলমলি,
উপবনে হাসে চারুফুলগুলি,
উপহাসে তারে শত মুখ তুলি
কমল সরমে ঢাকা।
সুনীল আকাশে মোহন চাঁদিমা
হাসিছে মোহন হাসি !

কণা

স্বপন আবেশে মধুর অলসে
হৃদয় উঠিল গাহি,
এ জীবন শুধু আদর সোহাগ,
স্নেহ প্রীতি প্রেম মধু অনুরাগ ;
নাহি দুখ ব্যথা বিরহ বিরাগ—
স্বরগ শ্রেষ্ঠা ধরণী।
হৃদয়যন্ত্রে মধুরছন্দে
ধ্বনিল দুঃখ নাহি !

সুধা বরষিছে মধু সমীরণ,
দেবাশীষ তাহে ঝরে অনুখন,
কোকিল করিছে মধুর কুজন,
সুখে নেচে চলে তটিনী !
প্রভাতে তরুণ অরুণ ছটায়
সোনা গ'লে পড়ে ধরণীর গায়,
প্রতি ফুল ফল পাতায় লতায়
সুষমা মানসমোহিনী !

পাখী গায় সুখে আগমনী গান,
কুসুমের বুকে অলি করে গান ;

কন্যা

তটিনী সোহাগে ধরে কুহুতান,
অধীরা সাগরগামিনী !
ফুলে ফুলে মাখা সুধা পরিমল,
শশী ঢালে সুধা জোছনা নির্ম্মল,
সার্থক তাহে শ্যাম ধরাতল ;
হাসিছেঁ মুগ্ধা ধরণী !

নদী হেথা মাগে সাগরে বিলয়,
সমীরণ মাগে কুসুমপ্রণয় ;
প্রেমের জগত চির সুধাময়
বিভুপ্রেম মাগে অবনী !
ধরণীর বুকে আছে ভাই বোন,
স্বরগদুর্ল্লভ প্রিয় পরিজন,
জনক হৃদয়ে স্নেহ সুধা সম,
করুণারূপিণী জননী !

প্রেয়সী যতনে প্রেমসুধা দানে
ভগন হৃদয়ে কাছে টেনে আনে,
সে সুধা সোহাগে জাগে ধীরে প্রাণে
নবীন আশার কাহিনী !

পর দুখে হেথা ঝরে আঁখিজল,
পর সুখে হাসে নয়ন নির্ম্মল;
নাহি শুধু ব্যথা যাতনা প্রবল,
সুখে নাচে ধীরে তরণী।

ভুল ভাঙ্গা চোখে বিস্ময়ে সুখে
হৃদয় দেখিল চাহি,—
ধরণীর বুকে কেহ যার নাই
প্রকৃতির কোলে আছে তার ঠাঁই,
মহান্ হৃদয় ডাকে তারে ভাই,—
স্বরগ শ্রেষ্ঠা ধরণী।
হৃদয় যন্ত্রে মধুর ছন্দে
ধ্বনিল দুঃখ নাহি।



নীরব প্রেম।

নীরবে ফুলের মত মরমে রেখেছি ঢাকি
কেন প্রিয় বার বার তাহারে জাগাও ডাকি ?
আহা ! থাক ডাকিও না ঘুমের আড়ালে থাকি
সোনার স্বপনে প্রাণ নীরবে দিতেছে মাখি !

সমীর চলিয়া গেছে ডেকে ডেকে বার বার,
ভ্রমর কাণের কাছে ঢেলে গেলে সুধাধার ;
সহকারে শাখে বসি কোকিল ডেকেছে দূরে,
বিহগ সাধিয়া গেছে—কথা কও মধুসুরে !

ও যে মহাধ্যানে মগ্ন হৃদয়ের অন্তঃপুরে
ঘুমায় একেলা সদা নীরব বিজন পুরে !
বিশাল সিন্ধুর পারে ও যেন বিরহী বালা
মুক্তাবিন্দু অশ্রুপুষ্পে নীরবে গাঁথিছে মালা !

কোন স্বপ্নপুরী হতে সুসজ্জিত ফুলতরী
দোঁহারে মিলায়ে দিবে দোঁহার হৃদয়পরি,
ভীমসিন্ধুব্যবধান টুটে যাবে স্বপ্ন সম ;
দোঁহারে রহিবে চাহি দুটি আঁখি নিরুপম !

কণা

নন্দনকাননে বুঝি প্রথম কোয়েলা বঁধু
সে দিন স্বপনস্মৃতি গাবে বুঝি গান মধু!
বৈজয়ন্তধামে বুঝি ইন্দ্র পাশে শচীরাণী
শিহরি আকুল বুকে বসন দিবেগো টানি!

শচীর মুক্তামালা বুঝি পড়েছিল ঝরি;
তাহারি একটী ছোট্ট আমি রাখিয়াছি ধরি!
ডাকিও না ওরে প্রিয় থাক্ ও স্বপন ঘোরে,
নিত্য সাধনার বলে বাঁধুক সোহাগ ডোরে!

ও যে শুধু সুখস্মৃতি জীবনের মরণের,
অলসস্বপন শুধু, প্রীতি শুধু মিলনের!
বিরহের ক্ষীণ সুখ দুঃখময় আবাহন,
ওযে নব বধূটীর সলজ্জ নব চুম্বন!

ভাঙ্গিও না ঘুম ওর পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,—
পাছে ও সরমে মরি স্বরগে চলিয়া যায়!
নীরবে ধেয়ান মগ্ন থাক ও নীরবে শুধু,
নীরবে দেখিও চাহি যদি ভালবাস বঁধু!



ভাই ফোঁটার আশীর্ব্বাদ।

চন্দনে ভরিয়া বাটা
ধান-দূর্ব্বা লয়ে করে
এসেছি পুলকে আজ
আশীর্ব্বাদ দিতে তোরে !

অসীম পুলকে আজ
হাসিছে অসীম ধরা,
বিহঙ্গ আপনা ভুলি
ঢালিছে সুধার ধারা !

তটিনী তরঙ্গ তুলি
সাগরে মিশিতে ধায়,
সমীরণ আনমনে
কত মধু গান গায় !

নির্জ্জনে কুসুমবনে
হাসে পুষ্প নিরমল,
পবন লুটিয়ে তার
সুধাগম পরিমল !

কণা

অসীম আকাশ হাসে,
হাসে প্রতি ফুল ফল,
হাসে শ্যাম গিরি বন
তটিনীর নীল জল।

যেন শুভ আশীর্ব্বাদ
ঢালিছেন বিশ্বরাজ!
হৃদয় আপন ভুলি
উচ্ছ্বাসে আকুল আজ!

প্রীতিপূর্ণ হৃদি ভরা
আশীর্ব্বাদ লয়ে তাই
অতি ক্ষুদ্র উপহার
আসিয়াছি দিতে ভাই!

পুষ্পসম নিরমল
তরুণ অরুণ সম
স্বরগের দেব শিশু
তুমি ভাই নিরুপম!

কণা

পবিত্র মহান্ হৃদি
সদানন্দ নিরাকুল,
উদার সরল প্রাণ
স্বর্গের মন্দার ফুল !

ধরণীর না রে তুই
তুই বুঝি অমরার—
ফুটে কি সোনার ফুল
তপ্ত বুকে এ ধরার !

সুখে থাক চিরদিন
সুখী কর পরিজনে !
শিখাও অতুল কীর্ত্তি
আত্মসুখ বিসর্জ্জনে !

হাসিমুখে ভগিনীর
লও ক্ষুদ্র উপহার
স্নেহময় প্রীতিময়
ছোট ভাইটি আমার !

তোমার দিদি।



নববধূ।

চন্দন-চর্চ্চিত ভালে
সিন্দুর উজ্জ্বল
প্রকাশে স্বর্গীয় দ্যুতি
পূত নিরমল।

কজ্জল-শোভিত চারু
নীল আঁখি দুটি
পুণ্য-প্রীতি-প্রেম-ভরে
উঠিয়াছে ফুটি!

সরমে জড়িতা মুগ্ধা
সঙ্কুচিতা বালা,
প্রীতিময় বসন্তের
কুন্দ কলিমালা!

আড়ালে লুকায়ে রহি
নীরব সতত
দু চারিটি মৃদু বাণী
বাজে বীণা মত!

কণা

চঞ্চলা হরিণী সম
জনকের গেহে
আনন্দে ভাসিত সদা
প্রিয়জনস্নেহে !

করুণার অবতার
জনক-জননী
ভাবিতেন তারে সদা
নয়নের মণি ।

স্নেহমাখা ভাই বোন
সঙ্গিনী সাধের,
ছাড়িয়া এসেছে বালা
"পুসী" যতনের !

উষাদেবী ধীরে যবে
হাসেন মোহন,
আনন্দে বিহঙ্গ করে
মধুর কূজন ।




কণা

তখন বকুল তলে
সাজি নিয়ে হাতে
ছুটিত চপল মেয়ে
সঙ্গিনীর সাথে!

আবার সন্ধ্যায় যবে
নীলসিন্ধু বুকে
শ্রান্ত রবি ক্লান্তি দূর
করিতেন সুখে—

কলসী লইয়া ছুটি'
প্রিয় সখী সনে
খেলিত তটিনী নীরে
আনন্দিত মনে!

চঞ্চল কুরঙ্গী সম
চপলা বালায়
বেঁধেছে কঠিন ডোর
বিবাহ-মালায়!




কণা

সংসার কাহারে বলে
কেবা গুরুজন,
বোঝে না অবোধ মেয়ে
স্বামী কি রতন!

জানে না সরলা বালা
নারীর দেবতা
স্বামী যে আশ্রয় তরু,
পত্নী ছোট লতা!

শত অপরাধ স্বামী
ক্ষমি ফুল্লমনে
আদরে তোষেন তারে
সস্নেহ যতনে!

ভয়ে লাজে কাঁপে সদা
অচেনা সংসারে
চাহে শুধু প্রাণপণে
সবে তুষিবারে!

কন্যা

বালিকার শত দোষ
ক্ষমি কুতূহলে
গুরুজন আশীষেন
'সুখী হও' ব'লে !

'ভগবান্ পদে রাখ
ভক্তি অবিচল,
পুণ্যে প্রেমে গৃহ তব
হউক উজ্জ্বল !

সুপুত্র প্রসবি হও
বিখ্যাত জগতে
সঁপ ও কোমল হৃদি
পরহিতব্রতে !

সীমন্তে সিন্দূর থাক্
চির সমুজ্জ্বল,
ঢাল বঙ্গ-গৃহ-মাঝে
অমৃত নির্ম্মল।'

সতী।

ধীরপদে নিশা রাণী
নেমে আসে সায়াহ্নের কোলে,
নীড়হারা শ্রান্ত পাখী
ঢালে সুধা ব্যগ্র কোলাহলে!
অমানিশা তম মাঝে
হাসে ধীর তারকা উজ্জ্বল,
স্বর্গের সন্দেশবহ
বায়ু ঢালে স্নিগ্ধ পরিমল;
বিজন কানন মাঝে
সুকোমল শ্যাম তৃণাসনে
মোহমগ্ন পতি কোলে
সাবিত্রী মগন মহাধ্যানে!

ডাকে ঝিল্লী সুগম্ভীর
বায়ু বহে কাঁপায়ে লতায়,
নির্ঝরিণী—সবিষাদে
কুলুস্বরে করে হায় হায়!




কানন কাঁপায়ে তার
প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলায়,
তারাগুলি নিভে আসে
নিরাশার ঘন তম ছায় !
সাবিত্রী অচল-মূর্ত্তি
স্থির শান্ত বসি একাসনে
অচেতন পতি কোলে
মগ্ন সতী কি মহা ধেয়ানে !
স্বর্গের অমিয়বর্ষী
স্থির শান্ত চারু আঁখি দুটি
স্বামীর মলিন মুখে
প্রেমভরে রহিয়াছে ফুটি !

রজনী তৃতীয় যাম
শিবা ডাকে আলোড়ি' কানন,
নৈশ পাখী ভীতকণ্ঠে
গাহে গান ভাসায়ে গগন !
সমুজ্জ্বল তারাগুলি
একে একে ক্ষীণ হয়ে আসে,




কণা

সাবিত্রীর আঁখি দুটী
বিষাদের অশ্রুজলে ভাসে।
জীবন সর্ব্বস্ব তার
একি ঘুমে ঘোর অচেতন ?
কি মহা স্বপন মাঝে
পতিদেব একান্ত মগন ?
পাখী গাহে দুঃখ গাথা—
সমীরণে ঝরিছে বিষাদ,
সাবিত্রী অচল স্থির
নাহি নিদ্রা—নাহি অবসাদ !

কম্পিত বচনে সতী—
করজোড়ে নীলাকাশ চাহি
কহিলেন ধীরকণ্ঠে
অশ্রুঝরে গণ্ডযুগ বাহি !
"বিশ্বরাজ তুমি প্রভু,
জগতের দেবতা মহান্,
বায়ু, নদী, পাখী, ফুল
গাহিতেছে তব জয়গান,

কন্যা

তোমারি করুণা বলে
মিলেছিনু জীবনপ্রভাতে,
পুণ্যে দীপ্ত প্রেমপূত
স্বরগের দেবতার সাথে !
প্রজাপতিসমতেজাঃ
দেবোপম শ্বশুর আমার,
দেবমাতাসমা মোর
শ্বশ্রূমাতা স্নেহের আধার।

পতি মোর রাজরাজ
রাজগৃহ কুটীর তাঁহার ;
বিমল আনন্দপূর্ণ
ছিল সুখী হৃদয় সবার !
আজ যদি বজ্রাঘাতে
ভেঙ্গে চূরে নিয়ে গেল সব,
ভেবো না ধরণী তলে
রবে পড়ি একা কন্যা তব,
আমি চিরদাসী তার
চিরদিন জীবনে মরণে ;—

কণা

জীবনে মিলিয়াছিনু
        সাথী আজ হইব মরণে !”
ছিন্নতার বীণাসম
        কেঁপে কেঁপে থেমে গেল বাণী !
উর্দ্ধে চাহি করজোড়ে
        প্রণমিয়া ধীরে সতী রাণী,

পর্ণময় উপাধানে
        রাখিলেন জীবনের ধনে,
যতনে সাজাতে চিতা
        রত সতী কাষ্ঠ আহরণে !
কোমল কমলসম
        করপদ্ম চারু সুলোহিত,
কঠিন কণ্টক-স্পর্শে
        শতধারে বহিল শোণিত !
তুচ্ছ করি হেয় ক্লেশ
        রত সতী কি মহা সাধনে !
পতির বিরহ-ব্যথা—
        কিছু আর নাহি তাঁর মনে !

মানস-নয়নে সতী
হেরিছেন স্বরগের ছবি,
বাম পাশে বসি তিনি ;
পতি তাঁর শোভে দীপ্ত রবি।

পারিজাতে মালা গাঁথি
অগ্রসরি দেব-বালাগণ,
প্রীতিভরে দম্পতিরে
সুধাকণ্ঠে করে আবাহন !
বিস্ময়ে বিহ্বল স্বর্গ—
ভক্তি-আর্দ্র কণ্ঠে নাই বাণী,
বিশ্ব গাহে মুগ্ধকণ্ঠে—
জয় জয় জয় সতী রাণী !

যতনে রচিলা দেবী
তৃণকাষ্ঠে চিতা সুমহান্ ;
পতির চরণ পূজি—
প্রণমিয়া যুগল চরণ ;
মৃতপতি অঙ্কে করি
ধীরপদে প্রবেশি চিতায়,

সঁপিতে অনল তাহে
সতী রাণী অগ্রসর হায়!

সহসা কে আসে ওই
সুগভীর বনের মাঝার,
বিমল অঙ্গের দ্যুতি
দূর করি ভীষণ আঁধার!
নয়নে ঝরিছে প্রেম
করুণায় গলে গেছে প্রাণ,
অশ্রু-ভরা আঁখি দু'টি
বরষিছে আশীষ মহান্!

"হে বৎসে, বিস্মিত আমি"
বাজে বাণী গম্ভীর নিনাদে—
করুণায় আর্দ্র কণ্ঠ
কাঁপে যেন অসীম আহ্লাদে!
"হে বৎসে, বিস্মিত আমি,
শত বার মানি পরাজয়;
পরাভূত তব কাছে,
পরীক্ষায় লভিয়াছ জয়!

কণা

পাষাণ-কঠিন-প্রাণ
আমি সতি ! কৃতান্ত কঠোর,
পাষাণেও বহে নদী
নাহি কিছু দয়া-মায়া মোর !
মায়ের সর্ব্বস্ব ধন
টেনে আনি শিশু সুকোমল ;
সতীর জীবনধন
নিয়ে আসি জ্বালায়ে অনল !

আজ আমি পরাভূত
শত বার মানি পরাজয়,
হে বৎসে, বিস্মিত আমি ;
পরীক্ষায় লভিয়াছ জয় !
অসীম হৃদয় বলে
লভিয়াছ হৃদয়ের নাথে,
আশীর্ব্বাদ লভি মোর
গৃহে যাও সত্যবান সাথে !

দীর্ঘজীবী হও দোঁহে,
হৃতরাজ্য, পুত্র লভি সতি ;

আনন্দে বিহর সদা ;
সুখে থাক চির আয়ুষ্মতী !”
সহসা অদৃশ্য দেব
আঁধারে ঢাকিল দশদিশি.
সাবিত্রী চাহিয়া মুগ্ধা,
ধীর পদে যায় কাল নিশি !

দেবাশীষবহ বায়ু
পদপ্রান্তে মানে পরাজয়,
পাখী গায় জয় গান,—
‘সতী রাণী জয় জয় জয় !’
নিদ্রান্তে চমকি চাহি
সত্যবান কহিলেন ডাকি,
“রজনী প্রভাত সখী,
শুন ওই ডাকিতেছে পাখী !

পাখী গায় জয় গান
পরমেশ করুণা মহান্
সমীর বহিছে ধীরে
নদী গাহে প্রেম ভরা গান !

কণা

কি ঘুমে মগন ছিনু
কি স্বপনে ছিনু অচেতন,
সুদূর কুটীরে বুঝি
পিতা-মাতা চিন্তায় মগন !

এস, সখি, সাথে মোর
সযতনে নিয়ে যাই তোরে
বিমল শান্তিতে পূর্ণ
স্নেহময় সে ক্ষুদ্র কুটীরে !"
স্বামীর বিশাল বুকে
লুকাইয়া মু'খানি সুন্দর
সাবিত্রী মগন সুখে,
সুখঅশ্রু ঝরে ঝর ঝর !

শত কথা জাগে মনে
ফুটিতে চাহে না তবু বাণী !
পাখী গায় কলস্বরে
জয় জয় জয় সতী রাণী' !
বায়ু মাগে পদরেণু
জয়গানে কল্লোলিনী ধায়,
আনন্দে বিশাল বিশ্ব
পবিত্র সে চরণে লুটায় !

পথহারা।

বিধাতার আশীর্ব্বাদ পুলকে বহিয়া মাথে
আমিও চলিতেছিনু সে দিন তোদেরি সাথে!
সে দিন ধরণী ছিল শোভন মাধুরীময়,
শত সুখ-স্বপ্ন ছিল জুড়িয়া মম হৃদয়।
মধু আগমনী গান গেয়েছিল শত পাখী
হেসেছিল চারু ফুল ঊষার কিরণ মাখি।
তটিনী আবেশে মাতি মধুর কল্লোল তানে
আশার কাহিনী শত বলেছিল মুগ্ধ প্রাণে।

জীবন-তরণীখানি একত্রে বাহিয়া সবে
একত্রে গেছিনু ভাসি বিশাল-বিপুল ভবে।
একদা আঁধার আসি ঢাকিল রবির কর,
সন্ধ্যার মলিন ছায়া ভাসিল হৃদয়'পর।
ফিরে চাহিলে না কেহ, ডাকিলে না স্নেহস্বরে
উপহাসি চলে গেলে অবহেলি ঘৃণাভরে!
কত কাল ছিনু মোহে, ভুলে গেছি—মনে নাই
আছে-তার কুস্বপন, দুঃখ স্মৃতি আছে ভাই!




কণা

সহসা রবির করে আঁধার গিয়াছে ভাসি
টুটে গেছে মোর ঘুম চমকি উঠেছি জাগি !
ঊষার পরশ লভি নির্ম্মল কুসুম রাশি
সে দিন আনিল বাহি স্বর্গের সুষমা হাসি !
তুলিতে গেলাম আমি অসীম পুলকে ভাসি
কলঙ্কিত মুখ চাহি ঝ'রে গেল উপহাসি !
নীরব কুসুম হাসি পশিল হৃদয়ে মোর
"শুকায়ে মরিব দুখে মলিন পরশে তোর !"

সহকার শাখে বসি গাহে পিক পাপিয়ায়
মধুর আনন্দ ধারে ধরণী ভাসিয়া যায় !
মুগ্ধ আমি আত্মহারা ছুটিনু ধরিতে তায়
কলঙ্কিতে উপহাসি বিহঙ্গ উড়িল হায় !
তটিনী কল্লোল তুলি ছল ছল কল তানে
শত উপেক্ষায় দহে অভাগার পাপ প্রাণে !
দুর্ব্বল হৃদয় মোর ধরণীর উপেক্ষায়
প্রতিপলে মর্ম্মে মর্ম্মে ভাঙ্গিয়া টুটিয়া যায় !

তোমাদের প্রাণে ভাসে প্রভাতের নব রবি—
তরল মাধুরীময় পুলকের চারু ছবি !







কথা

বিপদের ছায়াময় আঁধার হৃদয়ে মোর,
অদৃষ্টের উপহাস বিঁধিতেছে সুকঠোর!
আমার দুর্ব্বল হাতে কেহ কি দেবে না হাত?
আমার মলিন মাথে বর্ষিবে না আশীর্ব্বাদ?
তোমাদের দীপ নিয়ে দীপটি জ্বালিয়া সুখে
আমি কি পাব না যেতে? ডুবিয়া থাকিব দুখে?

আমার মলিন ছায়া তোমাদের সুখ মাঝে
যদি আনে মলিনতা, নয়ন সলিলে ভাসে,
তাই থাকি দূরে দূরে, তাই থাকি নিরজনে
মরমের ব্যথা রাশি চেপে রাখি নিজ মনে!






সূর্য্যমুখী।

আকাশে বিরাট রবি—
সুপ্রশস্ত মহা ছবি
উজ্জ্বল কিরণে!

নীরব সারাটি ধরা
ভাবে যেন আত্মহারা
নীরব সাধনে!

একপ্রান্তে ফুল বনে
সূর্য্যমুখী মগ্না ধ্যানে
প্রেমে আত্মহারা!

সরমে মরম ঢাকি'
পাতার আড়ালে থাকি,
ঢালে প্রীতিধারা!

জানাতে হৃদয় ব্যথা
না জানে, না জানে কথা
প্রেমেতে বিহ্বল!

কণা

নাহি চায় প্রীতিদান
এমনি নিঃস্বার্থ প্রাণ
এমনি সরল !

নাহি ছল, কুটিলতা,
সত্য প্রেম সরলতা—
খেলিছে বদনে।

বিস্ময়ে প্রকৃতি রাণী,
পবিত্র সে মুখ খানি,
হেরিছে নীরবে ;—

উমা যেন তপোবনে
লভিবারে মগ্ন ধ্যানে
নিজ পতি ভবে।

গভীর নীরব ধ্যানে
পতিপানে মুগ্ধ প্রাণে
চাহি চিরসুখী –

মহান্ এ ধ্যান তোর
বড় ভাল লাগে মোর
ওলো সূর্য্যমুখি !

সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে হতাশ নগেন্দ্র।

(বিষবৃক্ষ।)

সে ছিল পবিত্র পুষ্প—স্বর্গের কমলা
এসেছিল মুছে নিতে ধরণীর মলা !
সে ছিল স্বর্গের ফুল, দেবী অমরার
ধরণী তাহারি জয় গাহে শতবার !

বিহঙ্গ সহস্র কণ্ঠে গাহে জয়গান,
নদী গাহে কুলু কুলু তারি প্রেমতান ;
সমীর আকুলি চাহে সে পদ পরশ,
ধ রণী সার্থক লভি তার পদরজ !

জন্ম জন্মান্তরের সে তপস্যার ধন
আছিল আমার গৃহে অমূল্য রতন,
আনন্দসাগরে ডুবে ছিলাম দুজন
বিরহের ছায়া ছিল নিতান্ত স্বপন !

কণা

সমীর আনিত বহি দেব আশীর্ব্বাদ,
কত সুখ স্বরগের আনন্দ সংবাদ ;
পাখীর মধুর কণ্ঠে ঝরিত আহ্লাদ,
কত স্বপ্নময় সুখ অজানিত সাধ !

আনন্দে হাসিত ফুল, নাচিত সমীরে ;
দিত মধু উপহার শ্যামা প্রকৃতিরে !
প্রেয়সী কোমল-করে ভরি ফুল ডালা
সযতনে সুচিকণ গাঁথিতেন মালা।

আগ্রহে ব্যাকুল আঁখি দেখিত সুন্দর
প্রিয়ার কমল করে পুষ্প মনোহর !
আকুল বিক্ষিপ্ত চিত বুঝিত না হায়
ধরণীর বুকে আছে এ শোভা কোথায় ?

সুন্দর মালিকা খানি দোলায়ে গলায় !
বলিতেন হাসি হাসি প্রিয়া অভাগায়—
"সার্থক কুসুম জন্ম ; প্রাণেশ, তোমার
দেবকণ্ঠে লভিয়াছে ক্ষণ অধিকার !"

হাসিয়া বাঁধিয়া তারে বাহুর বন্ধনে
পুরস্কার সঁপিতাম মধুর চুম্বনে।
প্রেয়সী কৃত্রিম কোপে কাঁপায়ে অধর
দুষিতেন অভাগারে বচনে সুন্দর!

আবার সায়াহ্নে যবে রজনী সুন্দরী
শোভিতেন মনোহর রাঙ্গা টিপ পরি,
স্বর্গফুল তারাগুলি নববধূ-সম
সলাজে চাহিত চুপি পূত নিরুপম!

আনন্দে প্রেয়সী সনে তরী আরোহণে
ভাসিতাম কত সুখে—আজো পড়ে মনে!
নিশান্তে স্বপন-প্রায় সে সুখের স্মৃতি
এখনো পরাণে আনে অনাবিল প্রীতি!

মনে পড়ে সে দিনের তরণীবিহার
হৃদয়ে ঢালিত কত আনন্দ অপার,
প্রেয়সী সলিল মাঝে ভাসায়ে চরণ
নিন্দিতেন কমলের অমল বরণ!

কথা

সলিল ছিটায়ে প্রিয়া হস্ত সুকোমলে
বলিতেন হাসি হাসি "বরষার জলে
ভিজিয়া গিয়াছ নাথ, এস করি দূর"
মনে পড়ে সে দিনের কলহ মধুর !

গেছে সব কিছু নাই শুধু স্মৃতিখানি
হৃদয় রেখেছে গাঁথি স্বর্ণরেখা টানি !
ভেঙ্গেছি মঙ্গল ঘট চরণ আঘাতে
এবে বৃথা অনুতাপ—আকুল বিষাদে।

কি মোহ-স্বপন ঘোরে ছিনু অচেতন
জীবনসর্ব্বস্ব তাই দিছি বিসর্জ্জন !
শতখান হ'য়ে তার কোমল হৃদয়
বৃন্তচ্যুত ফুল সম ঝরি গেছে হায় !

নিষ্ঠুর পাষাণ আমি, বিধাতার ভুল—
মোর মাথে দিয়েছিল স্বরগের ফুল।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সে যে ধরণীর বুকে
পথ ভুলে এসেছিল চ'লে গেছে দুঃখে

কণা

সে ছিল ইন্দ্রাণীসমা বিলাস অতুল ;
চারুমুখী রতি-সমা—প্রণয়ের ফুল !
তার তরে নহে এই মোর পাপ পুরী,
তাই সে চলিয়া গেছে গৃহ পরিহরি ।

সর্ব্বস্ব আমার আজ ডুবেছে অতলে
সব সুখ—সাধ—আশা পুড়েছে অনলে !
বিষম বিষাদে আজ কাঁদিতেছে প্রাণ
সোণার হৃদয় হায় জলন্ত শ্মশান !

স্বেচ্ছায় যে হতভাগা জীবনের ধন
পদাঘাতে দূর করি দেছে বিসর্জ্জন !
এবে কি বিষাদে তার আছে অধিকার !
মূলোচ্ছেদি' জল সেকে নাহি উপকার !

যাক্ সে স্বর্গের দেবী পূত অমরায়
অভাগা চাহিছে শত ক্ষমা তার পায় !
আর কোন সাধ নাই—এই শুধু চায়—
সব পুড়ে গেছে ;—যেন স্মৃতি নাহি যায় !

কলঙ্কিনী।

জীবনের নবীন প্রভাতে
মলয়ের মধুময় বাতে
স্বরগের স্বপনে মগন
পুষ্প সম নির্ম্মলজীবন
ঝরেছিলি ধরণীর বুকে !

জগদীশ প্রেমের কিরণ
শিরে তোর ঝরেছিল বোন্,
প্রভাতের তরুণ তপন
এঁকেছিল মধুর চুম্বন
হাসিমাখা তোর চারুমুখে !

পুষ্পসম নিরমল হাসি
প্রাণ ভরা পুণ্য প্রেমরাশি
মুখ ভরা আলোক উজলা
আনন্দের ধারা তুই বালা
স্বর্গ হতে এনেছিলি সাথে !

শান্তিময় সুখে ভরা গেহ,
    জনকের অনাবিল স্নেহ,
স্নেহময়ী জননী তোমার
    অবিরল স্নেহাশীষ ভার
        কত সাধে ঢালিতেন মাথে!

সঙ্গিনীর প্রণয় বন্ধন,
    শৈশবের মধুর স্বপন,
স্নেহময় ভাই বোন্ সবে
    সকলি ত ছিল তোর ভবে;
        হৃদে ছিল স্নেহ পরিমল!

ছিল সুখ, ছিল শত আশা,
    বুক ভরা প্রেম ভালবাসা,
স্বরগের আনন্দে মগন
    ছিল পূত নির্ম্মল জীবন
        আজি হায় কোথা সে সকল?

আজ যেন জীবন সন্ধ্যায়,
    প্রাণ তোর করে হায় হায়!

কণা

হাসি খেলা ডুবেছে সকল,
আছে শুধু তপ্ত আঁখিজল—
দীর্ঘ শ্বাসে কাঁপিছে হৃদয় !

শরতের ফুল্ল শেফালিকা
ছিলি শুভ্র স্বরগ বালিকা ;—
আজ হায় ধূলিম্লান দেহ ;
হৃদি যেন বিষাদের গেহ :—
অন্ধকার সারা প্রাণময় !

সংসারের কুহেলি মাঝারে
পথ ভুলে ছিলি অন্ধকারে
নিভে গেছে আশার প্রদীপ,
আঁধারেতে ডুবেছে চৌদিক ;
চারি ভিতে জ্বলন্ত শ্মশান !

প্রভাতের আনন্দ কিরণ
তোর কাছে অলীক স্বপন !
সায়াহ্নের অন্ধকাররাশি
হৃদিময় উঠিয়াছে ভাসি
ব্যথাময় মলিন পরাণ,

কণা

ভেঙ্গে গেছে মোহময় ঘুম—
মলিনমুখী—দলিত কুসুম—
শূন্য হৃদি লয়ে দুখে আজ
দাঁড়ায়েছ জগতের মাঝ
নিরাশায় ক্ষীণ আঁখি তুলি,—

কেহ যদি ডাকে একবার,
মুছাইয়া দেয় অশ্রুধার,
আপনার পুণ্যকলা দানে
কেহ যদি দাহদগ্ধ প্রাণে
বুকে ডাকি লয় ঘৃণা ভুলি!

ধরণী যে কঠিন কঠোর
কে চাহিবে মুখপানে তোর?
মমতায় সারা প্রাণ মাখি
কেবা তোরে নিবে কাছে ডাকি
সযতনে মুছাবে নয়ন?

নিদাঘের শুকনা মুকুল
বসন্তের শুষ্ক ঝরা ফুল

কণা

হৃদি তোর মর্ম্মে মর্ম্মে দলি
একে একে যাবে সবে চলি
আত্মসুখস্বপনে মগন !

থাক তারা থাক নিজ সুখে
মোহস্বপ্ন বিজড়িত বুকে,
আয় বোন হৃদয়ে আমার
অশ্রুধারা নিতে উপহার—
দুটি কথা সম বেদনার।

ডাক সেই অনাথের নাথ,
ঘুচে যাবে মোহ অবসাদ ;
হৃদি ভরা পাপ অন্ধকারে
বিতরিবে শত শত ধারে
পুণ্য জ্যোতি, প্রেমকণা তাঁর !

কেহ যার নাই ভবমাঝে,
নাই যার বিশ্রামের গেহ,
পরমেশ আছেন তাহার
আছে তাঁর দয়া, ক্ষমা, স্নেহ
পাপী তাপী সকলের তরে,—

ক্ষণা

অরুণের জ্যোতির্মালা সনে
মলয়ের মৃদু সমীরণে
পুষ্পবাস সম আসে ভাসি
নিরমল দেবতার হাসি
সমভাবে ধরা বক্ষে ঝরে!

পথ ভুল হয়েছিল বলে
পড়ে আছ আঁধারের তলে,
নিভে গেছে আশার প্রদীপ,
সঙ্গিহীন দাঁড়ায়েছ একা
স্বার্থ অন্ধ জগতের মাঝে,

সযতনে মুছি আঁখিজল
চল বোন্ মোর সাথে চল্ ;
ক্ষুদ্র এ জীবন টুকু দানে
পূজি সেই প্রভু ভগবানে
লিপ্ত হই তাঁরি শুভ কাজে।



অভিমান।

মোর তরে হাসে না অরুণ,
গাহে নাক প্রভাতের পাখী,
মোর তরে ঝরে না কিরণ,—
সঙ্গিহীন আমি যে একাকী!

অতি ছোট আমি বনফুল,
ফুটে আছি কানন মাঝারে;
কেন আজ সমীর আকুল
আসিয়াছ আমার দুয়ারে?

ঊষা সতী মৃদুল চরণে
নেমে আসে ধরণীর বুকে,
শুভ্রোজ্জ্বল রবির কিরণে
হাসে ধরা প্রীতিভরা মুখে!

পাখী সুখে গায় আগমনী—
সুধাস্বরে কত মধুগান;
কলগানে আনন্দ তটিনী—
সুখে গাহে স্বর্গীয় সুতান!

কণা

উষার সে আনন্দ পরশে
বিহঙ্গের আহ্বানে আকুল,
মধু বায়ে শিহরি হরষে,
ফুটে উঠে কত চারু ফুল!

নিশির শিশির মাখা মুখে
রবি করে মধুর চুম্বন,
সুধাধারা ঢাল ছোট বুকে
অলি করে মধুর গুঞ্জন!

তুমিও ত সুখ-সমীরণ
ঢাল সেথা স্বর্গ পরিমল,
করজোড়ে যাচ অনুক্ষণ—
এক বিন্দু প্রণয় নির্ম্মল!

আমি থাকি নীরব বিজনে
স্নেহময়ী লতাটির বুকে,
মর্ম্মব্যথা লুকায়ে গোপনে
আছি মগ্ন আপনার দুখে!




কণা

উষারাণী মোরে না জাগায়
রবিকর চাহে না আমায়
পাখীগুলি কল কল স্বরে
উপহাসি চলে যায় দূরে !

আর তুমি সুখ-সমীরণ
সুখ খুঁজি বেড়াও সতত,
দূরে দূরে থাক প্রতিক্ষণ
অচেনা অজানা জন মত !

আজ বুঝি গেছ পথ ভুলে
অন্ধকারে এসেছ হেথায় ;
তা না হলে ছোট বন-ফুলে
এ জগতে কে চেনে কোথায় ?

কি জানি এ ছোট হৃদয়ের
ব্যথা যদি পরশে তোমায়,
তাই লয়ে খেদ মরমের
দূরে থাকি লতাটির গায় !




কণা

হেথা নাই চপল প্রণয়,
হেথা নাই মান অভিমান,
বিলাসের স্থল হেথা নয়,—
এযে ছোট সরল পরাণ !

যেথা হাসে কুমুদ কমল,
যেথা হাসে চাঁমেলি বকুল,
যাও সেথা সমীর চঞ্চল ;
আঁধারেতে থাক্ বনফুল !



প্রথম স্বপ্ন।

ক্ষীরোদ সাগর মাঝে কমল আসনে রমা
মধুর প্রভাতে যবে শোভি'লন নিরুপমা!
নয়নে উছলে শান্তি, ললাটে অপূর্ব্ব জ্যোতি
কক্ষে অমৃতের ভাণ্ড, বুকে অনাবিল প্রীতি!

চির সাধনার ধন প্রাণেশে দেখিলা সতী
মধুর সলজ্জ হাস্যে, শিহরিলা বসুমতী
প্রণয়ী সে হাস্যসুধা আদরে লইল মাগি
হৃদয়ে রাখিল যত্নে প্রাণের দেবতা লাগি!

তাই শিহরায় ফুল অলির ঝঙ্কারে মধু
প্রিয়ার ভাঙ্গাতে মান কুহরে কোকিলা বঁধু!
চাঁদিমা নীরবে তাই মোহন জ্যোছনা ধারে
ধরণীর শ্যামবুকে ঢালে প্রেম ভারে ভারে!

ক্ষুদ্রলতা তাই মাগে সহকার প্রাণনাথ
আপনারে ডালি দিয়া মিটায় সকল সাধ!
নদী কুলুকুলুতানে প্রেমেতে আপনাহারা
অসীম সমুদ্রবক্ষে তাই ঢালে প্রেমধারা!

কণা

অজানা অভাব ব্যথা প্রাণে এসে ভেসে যায়
তাই জীবনের পথে মানব সঙ্গিনী চায় !
ছু'টি প্রাণ মিলে যবে মধুরাত্রে পূর্ণিমার
শিরে পড়ে আসি শুভ আশীর্ব্বাদ কমলার !

একাকী বহিতেছিল জীবন তটিনী ছুটি,
প্রফুল্ল কমল সম দূরে দূরে ছিল ফুটি ;
বিধাতার আশীর্ব্বাদে—কমলার শুভবরে,
শুভক্ষণে প্রাণে প্রাণে বাঁধিল মঙ্গল ডোরে !

মধুর মঙ্গলক্ষণে দুজনে দোঁহারে চাহি
কি সুখে মগন দোঁহে বিস্ময়ের সীমা নাহি !
এ যে চিরপরিচিত ইহলোকে পরলোকে,
জীবনে মরণে সদা সুখশান্তি, দুখশোকে !

দীর্ঘ জীবনের পথে চির সহযাত্রী দোঁহে ;
আজ ভেঙ্গে গেছে স্বপ্ন ; মনে পড়ে সে কি মোহে
যারা ছিল মধুময়ী কুসুম প্রফুল্ল প্রাণ,
অলিরে হৃদয় ঢালি মধু করেছিল দান ।



কণা

পিক গেয়েছিল গান কুহু কুহু মধুস্বরে,
বিরহিণী কেঁপেছিল বিজন স্বপন পুরে !
হাসিয়া সুনীল নভে সুধামাখা শশধর
জ্যোছনা দেছিল ঢালি ধরণীর বক্ষপর !

দোঁহে দোঁহা পানে চাহি ছিল মগ্ন সুখ ধ্যানে ;
অস্ফুট কিসের স্মৃতি ভেসেছিল প্রাণে প্রাণে ।
দোঁহার উন্মুখ হৃদি নীরবে মাগিল শুধু—
প্রাণের আবেগ ভরা একটি চুম্বন মধু !

সহসা কি কাল মেঘে চাঁদেরে ঢাকিল হায়
ফুল ঝরে বৃন্তচ্যুত লতা ডরে শিহরায় !
দুজনে কি কাল ঘুমে ঘুমায়ে পড়িল ঢলি,
কত বর্ষ কত মাস তার পর গেছে চলি !

কমলার শুভবরে আশীর্ব্বাদে বিশ্বরাজ
আবার জীবন পথে দুজনে মিলেছে আজ
ভেঙ্গে গেছে মোহস্বপ্ন দুজনে দোঁহারে চাহি
আবেশে উল্লাসে মুগ্ধ বিস্ময়ের সীমা নাহি !




কণা

প্রণয়ী চমকি চাহি ধরিয়া প্রিয়ার কর
যতনে আনিলা টানি প্রেমময় বক্ষপর!
মাগিলা অস্ফুট ভাষে—অসমাপ্ত সুখস্মৃতি—
মধুময় সে চুম্বন স্বর্গের অপ্সরাগীতি!

প্রিয়া তার প্রেমময়ী সরমে মরমে মরি,
লুকায় সুন্দর মুখ প্রাণেশের বক্ষ'পরি।
প্রাণেশ আবার মাগে—আবেগে ফুটে না বাণী;
আবেশে চাহে সে নত পরিচিত মুখ খানি!

সে কি সুখ বসন্তের প্রথম সঞ্চারসম,
পিকের প্রথম তান, বীণাধ্বনি নিরুপম!
স্বর্গের অস্ফুট স্মৃতি, সুখের অলস তান,
দুখের বিগত স্বপ্ন, কুসুমের মধুপ্রাণ!

দুজনে নীরব শান্ত; দুজনার আঁখি দুটি
দোঁহার প্রাণের মাঝে নীরবে উঠিল ফুটি!



চলে গেছে।

চলে গেছে, গেছে সে সুদূরে ;
সে আছিল নিতান্ত স্বপন,
পুষ্পসম আপনা মগন,
হাসিটুকু ফুটে ক্ষণতরে
নিভে গেছে, পড়ে গেছে ধরে
চলে গেছে, গেছে স্বপ্নপুরে !

চলে গেছে বিজন মন্দিরে—
যেথা নাহি নর কোলাহল,
ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ঐশ্বর্য্য, হিল্লোল,
শঙ্খধ্বনি ঘণ্টার কল্লোল
যেথা নাহি করে উতরোল,
চলে গেছে বিজন মন্দিরে !

চলে গেছে সমুদ্র বেলায়,—
ঢেউ যেথা পুলিনে খেলায়,
মহাসিন্ধু কল কল গায়,

কণা

সমীরণ সঙ্গীত জাগায়,
সে বিজনে বসে নিরালায়
চলে গেছে সমুদ্র বেলায়!

চলে গেছে মধুময়ী রাতে,
নীলাকাশে চাঁদ সুধাধার
সুধা রাশি ঢালে উপহার.
পিক-বধূ মধুর কুহরে ;
বাঁশী বাজে স্বপ্নময় সুরে
চলে গেছে মধুময়ী রাতে !

চলে গেছে শারদ প্রভাতে,
শেফালিকা ঝরে পড়ে পায়,
বিহঙ্গমা আগমনী গায়,
সমীরণ কুন্তল কাঁপায়,
উষারাণী সোহাগ জানায় ;
চলে গেছে শারদ প্রভাতে !

চলে গেছে নন্দন কাননে ;
আমি হেথা চির উপাসক,
চির ভক্ত মহিমা-গায়ক,

সারা বিশ্ব খুঁজি আত্মহারা
কোথা নাহি পাই কিছুসাড়া
চলে গেছে নন্দন-কাননে !

চলে গেছে বৈজয়ন্ত ধামে,
সুখী সদা শান্তিময় প্রাণ ;
ধরণীর ধূলিমাখা গান
অত দূরে নাহি বুঝি যায় ;
দীন অর্ঘ্য নীদাঘে শুকায় ;
চলে গেছে বৈজয়ন্তধামে !

চলে গেছে নিতান্ত সুদূরে—
সে আছিল নিতান্ত স্বপন,
স্মৃতিময় সোহাগে মগন ;
চলে গেছে আলয়ে আপন,
আমি বৃথা করি আরাধন ;
চলে গেছে নিতান্ত সুদূরে !



অর্ঘ্য।

স্নিগ্ধ শান্ত বসুন্ধরা, নীরব প্রকৃতি
নীরবে হাসিছে ফুল, বন, তরুবীথি!
মধুর সন্ধ্যার প্রীতি বর্ষিছে সমীর,
গাহিছে অমিয় কণ্ঠে বিহঙ্গ অধীর!

ধীরে নীল সিন্ধুবক্ষে অলস তপন
সুখের স্বপন মাঝে করিলা শয়ন।
দু চারিটি ছোট তারা নববধূসম,
সলাজে আকাশকোলে হাসে নিরুপম!

তটিনীর নীল বুকে বীচিমালা সনে
চাঁদ খেলে ছেলে-খেলা বিভল পরাণে!
কৃষক সমাপি কাজ গাভীগণ লয়ে,
চলিছে আনন্দে মৃদু সুখগাথা গেয়ে!

কণা

সুদূরে কুটীরমাঝে ক্ষীণ দীপ জ্বালি,
প্রেয়সী রয়েছে চাহি সারা মন ঢালি !
সন্ধ্যার মোহনরূপে আকুলিতমন
ভক্ত কহে,—"তোমারি এ মহান্ সৃজন !

কি সুন্দর, বিশ্বরাজ, সন্ধ্যার কুসুম
ফুটিতে চাহিছে ধীরে—আঁখি ভরা ঘুম ;
অলসে অবশ আঁখি মেলি সুমোহন
একান্তে পূজিছে দেব তোমারি চরণ !

বিহঙ্গ ঢালিছে সুধা আনন্দে অধীর,
দেবতা আশীষ ধারা ঢালিছে সমীর !
সকলি, প্রাণেশ, তব করুণা নিঝর ;
ধন্য ধন্য তাহে এই ধরণী সুন্দর !

ভক্তি প্রেমে আর্দ্র প্রাণ, ইচ্ছা হয় আজ
সর্ব্বস্ব সমর্পি তোমা পূজি রাজরাজ !
রত্নাকর গৃহ তব নীলসিন্ধু বুকে,
গৃহিণী কমলা দেবী বিরাজেন সুখে.

কণা

ধরণীর ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য অপার,
সকলি যে দেবদেব সৃজন তোমার !
কি দিব তোমারে তবে আমি অকিঞ্চন ?
তুমি যে বিশ্বের প্রভু নিত্য নিরঞ্জন

প্রকৃতি অরঘ ঢালে যে রাঙ্গা চরণে—
পবিত্র কুসুমে পূত রবির কিরণে,
অসীম সাগর জল উছলি সোহাগে,
যাহার চরণরেণু মাথে অনুরাগে,

কি সম্মান দিব তারে ? ভাবি তাই আজ
কি দিব কি আছে তোমা দিতে, রাজরাজ ?”
বিষাদে কাঁদিল হায় ভকতের প্রাণ,
এ শুভ সন্ধ্যায় নাথে কি করিবে দান ?

নদী-তটে নতমুখে বসি তৃণাসনে
ভাবে ভক্ত,—কি অরঘে পূজি ভগবানে ?
সমীর আনিছে বহি স্বর্গীয় সম্ভার,
বর্ষিছে সে মুগ্ধপ্রাণে অমৃতের ধার !

কণা

তটিনী উল্লাসভরে কুলু কুলু গানে
কত পূত গাথা তার ঢালিতেছে কানে !
বিহঙ্গ অমিয় কণ্ঠে বিভু প্রেমধারা
বর্ষিল ধরণী বক্ষে ; মুগ্ধ আত্মহারা

ভকত মাতিয়া হর্ষে, কহে "ভগবান্
কি দিব তোমায় তার পেয়েছি সন্ধান !
তুমি ত বিশ্বের পতি সকলি তোমার,
তোমারে পূজিতে আর কি আছে আমার ?

যে ধন বিলায়ে তুমি দিয়াছ ভকতে
সেই উপহারে আজ পূজি রাঙ্গাপদে !
হৃদয় বিলায়ে দেছ মুগ্ধ ভক্তগণে ;
আমার হৃদয় তাই দিব ও চরণে !

লও দেব করুণায়, কাঙ্গাল ভক্তের
সমস্ত হৃদয় মন ; চীর জীবনের
সঞ্চিত ভকতি-রত্ন, প্রেম, অশ্রুজল,
লও দেব অভাগার আজন্ম-সম্বল !"






তীর্থযাত্রী।

বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠতীর্থ ধন্য ভূমিতলে,—
দুই বন্ধু তীর্থযাত্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে !
গরীব দুজনে তবু গুছায়ে, যতনে
এনেছে "শ" চার টাকা লুকায়ে গোপনে !
সহসা পথের মাঝে হেরিল দুজনে
দুর্ভিক্ষে কাঁদিছে দুঃখী কাতর নয়নে।
একজন বলে, "বন্ধু, এস করি দান" ;
বন্ধু বলে, "চল যাই ; হেরি ভগবান।"
দুঃখীর অন্তর হতে প্রভু ভগবান ;
ডাকিয়া কহেন—"মূর্খ ! এই মোর স্থান"।






সন্ধ্যা ।

গেছে বেলা ; শ্রান্ত দীননাথ
সিন্ধু বক্ষে মাগিছেন স্থান !
সমীরণে ঝরে আশীর্ব্বাদ
পাখী ধরে সন্ধ্যারতি তান !

নদী ধায় আকুল পরাণ,
বুকে আশা উঠিছে উছলি ;
সিন্ধুবক্ষে মাগি অবসান
গায় ধীর মৃদুল কাকলী !

নীলাকাশ প্রশান্ত সুন্দর
হাসে চাঁদ জোছনা-প্লাবিত ;
তারাগুলি জ্বলিছে মধুর,
নববধূ সরমে জড়িত !




কণা

ফুলকলি শিহরি হরষে
হৃদি মধু কত করে দান,
সন্ধ্যা হাসি আশীষ বরষে,
বেলা ধীরে হয় অবসান !

দেবালয়ে গম্ভীর নিনাদে
বাজে ঘন শুভ শঙ্খধ্বনি,
নীরব সে দেব আশীর্ব্বাদে
হ'সে মুগ্ধা মোহিনী অবনী !

কবি গায় হরষে আকুল
এ ধরণী স্বরগ-ভবন,
কত সুখে হাসে হেথা ফুল,
শোভা ঝরে ভুবন-মোহন !

হাসে চাঁদ, হাসে তারাকুল ;
বর্ষে মধু, মধু সমীরণ ;
ছুটে নদী ; এ তাহারি ভুল
যে বলিছে সংসার ভীষণ !




কণা

গৃহী কহে সংসার সুন্দর
মাতা যাহে বিরাজিতা দেবী !
পিতৃস্নেহ অমৃত-মধুর ;
কি আনন্দ এ দোঁহারে সেবি !

ভ্রাতা যথা লক্ষ্মণ সুমতি,
ভগ্নী সদা কল্যাণকামিনী,
পুত্র-কন্যা প্রফুল্ল মুরতি,
সুধামুখী জীবন-সঙ্গিনী !

ভক্ত গাহে—বেলা অবসান,
সাথে লও পথের সম্বল ;
ভেসে যাক জীব-তরীখান
পরমেশ স্মরণে নির্ম্মল !



বিসর্জ্জন।

নীল বারিধির তীরে নীরব বিজনে—
যেখানে বনের ফুল মৃদু সমীরণে
সমস্ত হৃদয় ঢালি দেয় উপহার
স্বর্গপূত পরিমল প্রীতি অর্ঘ্য ভার!
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি বারিধি হিল্লোল
কুলে কুলে সুগভীর জাগায় কল্লোল!
দু'চারিটী পাখী গায় নীলাকাশতলে
সুতান ভাসিয়া আসে নীলসিন্ধু কোলে!
উষার কনক-রবি স্বর্ণরশ্মি ঢালি
পবিত্র কিরণ দেয় সিন্ধুবক্ষে ডালি!
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি করে ছেলে খেলা,
হৃদয় লুকায় সাঁঝে, কেটে গেলে বেলা!
নিশায় মোহন শশী জ্যোছনা বিতরি
সায়াহ্নের তমোরেখা দূরে ফেলে হরি!
দু'চারিটি ছোট তারা নববধূ সম
সলাজে হাসিছে মুখ পূত নিরুপম!




কণা

স্বর্গের পবিত্র পুষ্প পারিজাত জিনি
হেথাকার বনফুল, সিন্ধু সোহাগিনী!
প্রকৃতির সুনির্জ্জন তপোবনসম
নীরব সে সিন্ধুকুল পূত নিরুপম!
উষার মূরতিসম পবিত্র নির্ম্মল,
বনদেবীসম শুভ্র মধুর সরল,
হৃদয়ে পূরিত স্নিগ্ধ মধু নিরমল
আসিত অরুণোদয়ে বালিকা চঞ্চল!
শশাঙ্ক মাধুরীসম নির্ম্মল আননে
হাসিটি ভাসিত সদা, প্রীতি ফুল্লমনে
রাশি রাশি বনফুল করিয়া চয়ন,
গাঁথিত অপূর্ব্ব মালা সুন্দর শোভন!
বিহঙ্গ ঢালিত সুধা শ্যাম তরুপরে
সিন্ধুবক্ষ উথলিত স্নিগ্ধ গীতিভরে।
নিম্নে বসি বনমালা সুধাবিন্দুসম
গাহিত অপ্সরা জিনি কণ্ঠে নিরুপম!
ঈর্ষ্যায় বনের পাখী শত কল তানে
প্রীতিধারা ঢালিত সে বনদেবী প্রাণে!
কভু বা চঞ্চল পদে সিন্ধুকুলে আসি
সুনীল সলিল প্রান্তে দাঁড়াইত হাসি!




কণা

বারিধি আপনা ভুলি সে রাঙ্গা চরণে
ফেনিল তরঙ্গ ঢালি দিত আনমনে।
মৃদু সমীরণ নাচি মধুর চঞ্চল,
ধীরে কাঁপাইত তার সুকৃষ্ণ কুন্তল!
সুচিকণ মালাখানি গাঁথি এক মনে
উপহার দিত বালা বারিধি চরণে,
বারিধি সার্থক' ভাবি জীবন-জনম
উচ্ছ্বাসে পূজিত রঙ্গে তুরাল চরণ!
কখন এলান চুলে মৃদুল চরণে
ধীরে বালা চলে যেত তীরলগ্ন বনে!
উচ্ছ্বাসে সমুদ্রবক্ষ বিষাদে হিল্লোলি
কূলে কূলে মুছে নিত পদলেখাবলি!
বনফুল সবিষাদে মুদিত নয়ন,
সমীর করিত দুখে আকুল স্বনন!
বিহঙ্গ বিষাদভরে গাহিত আকুলি,
নিশিথিনী অন্বেষিত ধীর আঁখি তুলি!
তার পর একদিন তরুণ তপন
সিন্ধু বক্ষে ঢালি দিল সোণালি কিরণ!
বনফুল রাশি রাশি ফুটি আন মনে
আগ্রহে রহিল চাহি বাঞ্ছিত বদনে।

কণা

নীল সিন্ধু রহি রহি গভীর কল্লোলি
বাঞ্ছিতা সে বালিকারে ডাকিল আকুলি !
প্রকৃত আগ্রহভরে বনপথ পানে
রহিল চাহিয়া মগ্ন বনবালা ধ্যানে !
ক্রমে মধ্যাহ্নের রবি খুঁজিল বিষাদে
কোথা আজ বনবালা ফুলমালা গাঁথে ?
সহসা কুসুম সম কোমল পরশে
সমুদ্র উঠিল নাচি অসীম উচ্ছ্বাসে !
যার স্মৃতি সারা প্রাণে আছে জাগরিত
এত সেই বনবালা চির পরিচিত।
প্রতিদিন যে চরণে নীল জল ঢালি
বারিধি অসীম প্রেম দিতচুপে ডালি
এ ত সেই মধুস্পর্শ কুসুমকোমল
স্বর্গ পারিজাতসম পবিত্র নির্ম্মল !!
আনন্দে বারিধি যেন শত বাহু দিয়া
সে প্রতিমা হৃদি মাঝে লইল টানিয়া !
সার্থক জীবন ভাবি ভীম কলহাসে
সমুদ্র উঠিল নাচি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে !
প্রকৃতি উঠিল কাঁদি, সমীর আকুল ;
কাঁদিল বনের পাখী ; ছোট বনফুল !

কণা

আর আসিবেনা বালা মৃদুল চরণে
আর না গাঁথিবে মালা অতি সযতনে !
আর হাসিবে না বুঝি তরুণ তপন
ঊষা যে বারিধি গর্ভে লভিলা শয়ন !

